সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ১৫-১৬

১৯ জানুয়ারি ২০২৬, সোমবার

লাল মসজিদ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

শেফা আইডিয়াল ইন্সটিটিউট এন্ড অরফানেজ
Shefa Ideal Institute and Orphanage

স্ট্যান্ডার্ড হিফয বিভাগে
ভর্তি চলছে
আবাসিক | অনাবাসিক | ডে-কেয়ার

হিজাযী পদ্ধতিতে পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন ও আংশিক হিফয্ সম্পাদনের সুযোগ।

স্পেশাল কোর্স
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান এবং আকীদাহ-মানহাযের উপর স্পেশাল ক্লাস

যাতে শিক্ষার্থীরা হিফয্ সম্পন্ন করে বয়স অনুপাতে নির্ধারিত ক্লাসে ভর্তি হতে পারে...।
শিক্ষার্থীদের জন্য সুশৃঙ্খল, নিরাপদ এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।
কোর্স কো-অর্ডিনেটর: হাফেয শাইখ আকিবুর রহমান

ইয়াতিম ও অনাথ শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি

ফতেপুর কাউন্সিল বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর
মোবাইল: ০১৮৯০-৩৩৯৪৩৩, ০১৭৩১-৮২৬৪২০

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

১৫-১৬ সংখ্যা
১৯ জানুয়ারি-২০২৬ ঈসায়ী
০৫ মাঘ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ রজব-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

মণির খনি ০২
সম্পাদকীয় ০৩
◈ দারসুল কুরআন : সৃষ্টির নিদর্শন ও আল্লাহর মহত্ত্ব
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
◈ দারসুল হাদীস : সকল কাজ শুরু হোক ডান দিক থেকে
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
◈ মসজিদে নব্বীর খুত্ববাহ্ :
সৎকাজে প্রতিযোগিতা, উন্নত আত্মার পরিচয়
খত্বীব : শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসিম (হাফিযাহুল্লাহ)
অনুবাদক : ড. শেখ সা'দী বিন আব্দুর রশিদ আল-মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ)- ১১
◈ বিশেষ নিবন্ধ– বঙ্গভঙ্গ এবং নবাব সলিমুল্লাহ : নেতৃত্বের মূল্যায়ন
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৬
◈ ইসলামী প্রবন্ধ : আল-কুরআনে আল্লাহ ও রব প্রসঙ্গ
মাহবুবুর রহমান বিন মুসলেহুদ্দীন- ১৮
শা'বান মাসে একজন মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয়
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী- ২২
◈ আলোকিত জীবন– ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম
ড. আহমাদুল্লাহ- ২৬
◈ অনুবাদ সাহিত্য : যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও লালন-পালন
মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী
ভাষান্তরে– আব্দুল্লাহীল হাদী- ৩১
◈ রাজনীতি-অপরাজনীতি– হাদী হত্যা : একটি নক্ষত্রের পতন
মিরাজ বিন রাসেল- ৩৪
জমঈয়ত সংবাদ (সাংগঠনিক প্রতিবেদন– অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৫) ৩৬
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪০
প্রচ্ছদ পরিচিতি ৪৭

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি

০১. **অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী–** "আর 'ইবাদত করো না আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব বস্তুর যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং (তাদের 'ইবাদত না করলে) কোনো অপকারও করতে পারে না; বস্তুত যদি এইরূপ করো তবে নিশ্চয়ই তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান তবে তিনি ব্যতীত সেটার বিমোচনকারী কেউই নেই; আর যদি তিনি কোনো মঙ্গল তোমাকে পৌঁছাতে ইচ্ছা করেন তবে তার সেই রহমাতের প্রতিরোধকারীও কেউই নেই; এবং তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় রহমাত দানে ভূষিত করেন। অনন্তর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।" *(সূরা ইউনুস : ১০৬-১০৭)*

০২. নবী (ﷺ)-এর যামানায় এমন একজন মুনাফিক্ব ছিল যে, সে মু'মিনদেরকে কষ্ট দিত। তখন কেউ কেউ বলল, চলো আমরা ঐ মুনাফিক্ব হতে নবী (ﷺ)-এর আশ্রয় চাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমার কাছে আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে না। আশ্রয় চাইতে হবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর নিকটে। *(তাবরানী)*

০৩. গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া অথবা গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৪. শির্কে আকবার বা ভীষণতম শির্ক হচ্ছে গাইরুল্লাহর আশ্রয় বা সাহায্য চাওয়া। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৫. **অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী–** "আল্লাহকে ছাড়িয়ে তোমরা কেবল অর্চনা করছ মূর্তিসমূহের এবং (তাদের সপক্ষে) মিথ্যা রচনা করে চলছ (যে, এরা তোমাদের রিয্ক দান করবে) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সব বস্তুর 'ইবাদত করছে তারা তোমাদের রিয্ক দানের ব্যাপারে কোনোই ক্ষমতা রাখে না। অতএব তোমরা আল্লাহর নিকটই জীবিকা অনুসন্ধান করো এবং তারই 'ইবাদত করো ও তাঁরই শুকুরগুযারী হও (এবং) তোমাদের সকলকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" *(সূরা আল-'আনকাবূত : ১৭)*

* উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো কাছে জীবিকা অন্বেষণ করা এবং ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কাউকে আহ্বান করা। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৬. **অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী–** "আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করুন।" *(সূরা আশ্-শু'আরা- : ২১৪)*

* যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূলে কারীম (ﷺ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ওগো কুরাইশ সম্প্রদায়! কিংবা ঐরূপ কোনো কথা– তোমরা নিজেদের প্রাণ কিনে নাও অর্থাৎ- মহান আল্লাহর 'আযাব হতে নিজেদের রক্ষা করো। কারণ আমি তোমাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকটে কোনো কিছু করার অধিকার রাখি না। হে 'আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র 'আব্বাস! আমি মহান আল্লাহর হুজুরে আপনার জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফুফু সাফিইয়াহ! আপনার ব্যাপারে মহান আল্লাহর দরবারে কোনো কিছুই করার কোনো অধিকার আমি রাখি না। আর হে মুহাম্মদ (ﷺ) তনয়া ফাতিমা! আমার সম্পদ হতে যা ইচ্ছে তুমি চেয়ে নিতে পারো, কিন্তু আমি মহান আল্লাহর হুজুরে তোমার জন্য কোনো কিছুই করার কোনো অধিকার রাখি না। *(সহীহুল বুখারী)*

০৭. বিদ'আত হতেই শির্ক ও কুফ্রের উদ্ভব ঘটে। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

০৮. নবী ও রাসূলদের দ্বীনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় প্রথম যে বস্তু দ্বারা এর সূচনা হয় তা হচ্ছে শির্ক।

০৯. শরী'আতের সীমালঙ্ঘন করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

১০. প্রকৃত ইল্ম ভুলে যাওয়াতেই শির্কের সূচনা হয়। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

১১. নবী-রাসূল ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

স্বাগতম শা'বান

রমাযানের আগমনী আহবান; বিদ'আত থেকে হই সাবধান

আলহামদু লিল্লাহ। *হিজরি ক্যালেন্ডারের ৮ম মাস শা'বান শুরু হয়েছে। নাজাতের মাস রমাযানের আগে এ মাসের আগমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শা'বান হলো রমাযানের আগমনী বার্তা। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার আগাম প্রস্তুতির আহ্বান। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের প্রিয় বান্দা হওয়ার দীর্ঘ সাধনায় শারীরিক-মানসিকভাবে অভ্যস্ত হবার নববী প্রশিক্ষণ। সওয়াব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির এবং 'ইবাদতে আত্মনিয়োগের ইলাহী আয়োজন। কাজেই, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ মাসকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, আমাদেরকেও সেভাবেই গুরুত্ব দিয়ে সময়টা কাজে লাগাতে হবে।*

সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিমসহ বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে ভালোবাসতেন। কাজেই, আমাদেরও করণীয় হলো, এ মাসে অধিকহারে সিয়াম পালন করা। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে রমাযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে শা'বানের মতো এত অধিক সিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন সিয়াম ত্যাগ করতেন' (সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২১৭৯, সনদ সহীহ)। অতএব, যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত সিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন সিয়াম পালন না করাই ভালো। তবে যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও সিয়াম পালন করতে পারেন। যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল সিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ শা'বানে ওই নিয়তেই সিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। কারণ সহীহ দলিল ব্যতীত কোনো দিন বা রাতকে সিয়াম ও 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাহ-বিরোধী 'আমল।

শা'বান মাসের ফযীলত ও 'ইবাদতের বিষয়ে সমাজে অনেক য'ঈফ এবং জাল হাদীস প্রচলিত রয়েছে। সাধারণভাবে শা'বান মাস বিষয়ে এবং বিশেষ করে 'শবে বরাত' বিষয়ে এ হাদীসগুলো বলা হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো কোনো পুস্তকে শা'বান মাসের প্রথম রজনীতে বিশেষ সূরা বা আয়াত দিয়ে অনেক রাক'আত সলাত আদায়ের কথা, ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র জন্য বখশিশ করার কথা, নির্ধারিত পরিমাণ দুরূদ শরীফ পাঠের বিশেষ ফযীলাতের কথা, জুমু'আর দিবসে বিশেষ সূরা দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েক রাক'আত সলাত আদায়ের কথা এবং সেগুলোর কাল্পনিক সাওয়াবের কথা লিখা হয়েছে। এগুলো সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। এ মাসে মূলত নফল সিয়াম পালন ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের বিশেষ 'ইবাদতের কথা কোনো হাদীসে বলা হয়নি।

আমাদের দেশে 'শবে বরাত' নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়ে থাকে। আল-কুরআনে 'লাইলাতুল কদর'-কে ভাগ্যরজনী হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও ইখতিলাফের সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ 'শবে বরাত'কেই ভাগ্যরজনী মনে করে, যদিও এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো প্রমাণই নেই। 'শবে বরাত' পরিভাষাটিও কুরআন-হাদীসে নেই। তবুও এ উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। ধারণা করা হয়, এ রাতে বান্দাহর গুনাহ মাফ হয়। হায়াত এবং রিয্ক বৃদ্ধি করা হয়। বছরের হায়াত-মউতের এবং ভাগ্যের বাজেট লিখা হয়। রাতে রূহ্গুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বাড়িতে, প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা হয়। রাতে কবর জিয়ারত বেড়ে যায়। হালুয়া-রুটি খাওয়ারও হিড়িক পড়ে যায়। পটকা, আতশবাজি আর হৈ-হুল্লোড়ে ভেঙ্গে যায় রাতের নিরবতা। বেনামাযীরাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'সলাতে আলফিয়াহ' (الصلاة الألفية) কিংবা ১০০ রাক'আত সলাত আদায় করে, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা আল-ইখলাস পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হলো এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত বিদআতযুক্ত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র। আলহামদুলিল্লাহ, এ দেশের আহলে হাদীস সমাজ সুন্নাহ-বিরোধী এ সব কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে অন্যদেরকেও সাবধান করতে হবে। তাওহীদ-শির্ক, সুন্নাহ-বিদ'আত সম্পর্কে বুঝাতে হবে। তাই আসুন, আর দেরী না করে সবার কাছেই সঠিক দা'ওয়াত পৌঁছে দেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন।

درس القرآن / দারসুল কুরআন :

সৃষ্টির নিদর্শন ও আল্লাহর মহত্ত্ব

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর নির্দেশ দানের একমাত্র মালিকও তিনি, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

اِنَّ -নিশ্চয়, رَبَّكُمُ -তোমাদের প্রতিপালক, اللهُ -এটি মহান প্রভুর জাতিবাচক বিশেষ্য, الَّذِيْ -যিনি, خَلَقَ -(তিনি) সৃষ্টি করেছেন, السَّمٰوٰتِ -আকাশমণ্ডলীকে, وَ -এবং, الْاَرْضَ -পৃথিবীকে, فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ -ছয় দিনে, ثُمَّ -অতঃপর, اسْتَوٰى -তিনি উঠেছেন, عَلَى الْعَرْشِ -আরশের উপরে, يُغْشِى -ঢেকে দেয়/আচ্ছন্ন করে, الَّيْلَ -রাত/রাত্রি, النَّهَارَ -দিন, يَطْلُبُهٗ -সে তাকে (ওটাকে) অনুসরণ করে, حَثِيْثًا -অতি দ্রুত গতিতে, الشَّمْسَ -সূর্য, وَ الْقَمَرَ -এবং চন্দ্র, وَ النُّجُوْمَ -আর নক্ষত্ররাজি বা তারকারাজি, مُسَخَّرٰتٍ -নিয়ন্ত্রিত বা অনুগত, بِاَمْرِهٖ -তাঁর নির্দেশের মাধ্যমে/তাঁর আদেশে, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ -জেনে রেখো/সাবধান তাঁরই জন্য, وَ الْاَمْرُ -আর নির্দেশ, تَبٰرَكَ اللهُ -আল্লাহ বরকতময়, رَبُّ -প্রভু/প্রতিপালক, الْعٰلَمِيْنَ -বিশ্বজাহান/জগতসমূহ।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের ৭ নং সূরা সূরা আল-আ'রাফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটি সূরা আল-আ'রাফ-এর ৫৪ (চুয়ান্ন) নং আয়াত।

সূরার নামকরণ

এই সূরার নাম সূরা আল-আ'রাফ। আরবি ভাষায় اَلْأَعْرَاف শব্দের অর্থ হলো– উচুঁ প্রাচীর বা স্থান, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত। এখানে সেইসব মানুষ অবস্থান করবে যাদের ভালো ও মন্দ কাজের পরিমাণ সমান সমান, তাই তাদের পাপ-পুণ্যের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করবে। এই সূরার পঞ্চম রুকূ'তে (৪৬ ও ৪৭ নং আয়াতে) "আ'রাফ" শব্দটি এসেছে এবং সেখানে আরাফবাসীদের (আসহাবে আ'রাফ) বলা হয়েছে, যা এই সূরার নামকরণে উৎসাহিত করেছে।

অবতরণের সময়কাল

সূরা আল-আ'রাফ মক্কায় অবতীর্ণ। এটি সূরা আল-আন'আম-এর কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে। রাসূল

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*
[১] *সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪।*

(ﷺ)-এর মক্কী জীবনের শেষ সময়টাতে যখন ইসলামী দা'ওয়াত ও বিরোধিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে মুশরিকদের ভ্রান্ত 'আক্বীদার জবাব দিতে এবং তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে এটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটিতে মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর ক্ষমতা এবং মহাবিশ্বের সৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"

এখানে মহান স্রষ্টার নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ও তাদের সৃষ্টির সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ছয় দিনে। এই ছয় দিন হলো রবিবার থেকে শুক্রবার। শনিবারে এদের কোনো কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি। আর এজন্যই এই দিনকে **يوم السبت** শনিবার বলা হয়। আরবি **سبت**-এর অর্থ ছিন্ন করা। অর্থাৎ- এই দিন সৃষ্টি করার কাজ ছিন্ন বা শেষ ছিল। উল্লেখিত ছয় দিনের ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ফুস্সিলাত-এর নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হয়েছে–

﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ﴾

"তিনি দুই দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।"[২]

আর এই দু'দিন ছিল রবিবার ও সোমবার। তারপর দু'দিনে তিনি ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের খাবার ও পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। আর এই দুই দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ। ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকলকিছু সৃষ্টি করতে তাঁর মোট চার দিন লেগেছে। বলা হয়েছে–

﴿وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾

"এবং তিনি তাতে (পৃথিবীতে) তার রিয্ক বা জীবিকা চার দিনে নির্ধারণ করে দিলেন।"[৩]

এরপর তিনি সপ্ত আকাশ (আকাশমণ্ডলী) সৃষ্টি করেন পরের দুই দিনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ﴾

"অতঃপর তিনি সেগুলোকে (আকাশমণ্ডলীকে) দুই দিনে সাত আকাশ হিসেবে সম্পন্ন করলেন।"[৪]

আর এই দুই দিন ছিল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার; অর্থাৎ- এ পর্যন্ত মোট ছয় দিন হলো।[৫]

অতঃপর প্রশ্ন হলো– এই দিনগুলো দ্বারা কিরূপ দিন উদ্দেশ্য? আমাদের দুনিয়ার এই দিন, যা সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত গেলে শেষ হয়ে যায়? নাকি এই দিন হাজার বছরের সমান দিন? যেভাবে মহান আল্লাহর নিকট দিনের গণনা হয়, না যেভাবে কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে বলা হয়েছে সেই দিন? বাহ্যতঃ দ্বিতীয় উক্তিই সর্বাধিক সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, **প্রথমতঃ** সে সময় চাঁদ ও সূর্যের এই নিয়মই ছিল না। আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরই এ নিয়ম চালু হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** এটি ঊর্ধ্ব জগতের ব্যাপার যার সাথে দুনিয়ার রাত-দিনের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এই দিনের প্রকৃতার্থ সম্পর্কে আমরা নিশ্চয়তার সাথে কিছুই বলতে পারি না। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে– আল্লাহ তা'আলা তো كُنْ শব্দ দ্বারা সব কিছুই সৃষ্টি করতে পারতেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি জিনিসকে পৃথক পৃথকভাবে পর্যায়ক্রমে কেন সৃষ্টি করলেন? এরও যুক্তি ও কৌশলগত ব্যাপার তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে কোনো কোনো আলেম-এর একটি যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলেছেন যে, এতে মানুষকে ধীর-স্থিরতার সাথে শান্তভাবে এবং

[২] *সূরা ফুস্সিলাত : ৯।*
[৩] *সূরা ফুস্সিলাত : ১০।*
[৪] *সূরা ফুস্সিলাত : ১২।*
[৫] *আদওয়াউল বায়ান।*

পর্যায়ক্রমে কার্যাদি সম্পাদন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এ বিষয়েও মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।"

'আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন' এটা সহীহ 'আক্বীদাহ্। কিন্তু তিনি কিভাবে উঠলেন এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় কোনো বক্তব্য নেই বিধায় আমরা তা জানি না। اسْتِوَاءٌ-এর অর্থ তো আমরা জানি। এর অর্থ হলো– কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, কর্তৃত্ব স্থাপন, সমুন্নত হওয়া বা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, উপরে উঠা। সালাফগণ কোনো ধরণ নির্ণয় ও সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন। তবে কিভাবে এবং কোন ধরনের তা আমরা না পারব বর্ণনা করতে, না পারব কারো সাথে তাঁর সাদৃশ্য স্থাপন করতে। এ বিষয়ে সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– اسْتِوَاءٌ শব্দটি যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা তাঁর একটি সিফাত বা গুণ হিসেবে গণ্য হবে। আর মহান আল্লাহর জন্য সে সিফাত বা গুণ কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা, পরিবর্তন, সদৃশ নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ)-কে কেউ একজন اسْتِوَاءٌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন : اسْتِوَاءٌ শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ, প্রকৃতি ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা, প্রকৃতি ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূল (ﷺ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন কখনো করেননি। আর তারা এর অর্থ এরূপ বুঝতেন।

নাঈম ইবনু হাম্মাদের উক্তি হলো– "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করল, সে কুফ্‌রী করল এবং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিজের ব্যাপারে বর্ণিত কোনো কথাকে অস্বীকার করল, সেও কুফ্‌রী করল।" অতএব আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহর অথবা তাঁর রাসূলের বর্ণিত কথাকে বর্ণনা করাই বিধিসম্মত; সাদৃশ্য স্থাপন করা নয়। কাজেই আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যে কথাগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, কোনো অপব্যাখ্যা, ধরণ-গঠন নির্ণয় এবং সাদৃশ্য স্থাপন করা ছাড়াই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি।[৬] সুফ্‌ইয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী, লাইস ইবনু সা'দ, সুফ্‌ইয়ান ইবনু উয়াইনা, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারক (রহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ বলেছেন : যে সকল আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রতি এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো হক্ব এবং এগুলোর অর্থও স্পষ্ট। তবে গুণান্বিত হওয়ার ধরণের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না; বরং যেভাবে আছে সেভাবে রেখে কোনোরূপ অপব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا﴾

"তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে।"

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এইভাবে সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন মহান আল্লাহর কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়, মোটেই দেরি হয় না। حَثِيْثًا-এর অর্থ হলো– অতি দ্রুত গতিতে। অর্থাৎ- একটির পর দ্বিতীয়টি দ্রুত চলে আসে। দিনের আলো এলে রাতের অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায় এবং রাত এলে দিনের আলোও নিভে যায়। ফলে দূরে ও কাছে সর্বত্র কালো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ﴾

[৬] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

"সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত।" আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে– সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী। এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আদেশে চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর তখনই হবে কিয়ামত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ﴾

"জেনে রেখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর নির্দেশ দানের একমাত্র মালিকও তিনিই।"

আয়াতে الْخَلْقُ শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ- সৃষ্টি করা এবং الْاَمْرُ শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ- আদেশ করা। এর উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনিভাবে তিনিই উপর-নীচের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে নির্দেশ দানের অধিকারও একমাত্র তাঁরই। এ নির্দেশ দুনিয়ায় তাঁর শরীয়াত সম্বলিত নির্দেশকে বোঝানো হয়। আর আখেরাতে ফয়সালা ও প্রতিদান-প্রতিফল দেয়াকে বোঝানো হয়।[৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়।"

আলোচ্য আয়াতে تَبٰرَكَ শব্দটি بَرَكَة থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো বর্ধনশীল ও বেশি হওয়া। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর বহু উর্ধ্বে ও সুউচ্চে। এটি تَفَاعل-এর ওযনে স্বীগা (আরবি ব্যাকারণ অনুযায়ী) অনেক ও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহার হয়। رَبُّ এটি মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম। যার অর্থ হলো– প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করে তার প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে তাকে পরিপূর্ণতা দানকারী। কোনো জিনিসের প্রতি সম্বন্ধ না করে এর ব্যবহার অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়। আর الْعٰلَمِيْنَ শব্দটি হলো عَالَم-এর বহুবচন। সকল সৃষ্টির সমষ্টিকে عَالَم বলা হয়। যার কারণে عَالَم এর বহুবচন ব্যবহার হয় না। কিন্তু এখানে তাঁর (মহান আল্লাহর) পূর্ণ প্রতিপালকত্ব প্রকাশের জন্য এরও বহুবচন الْعٰلَمِيْنَ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো– সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায়। যেমন- জিন্ সম্প্রদায়, মানব সম্প্রদায়, ফেরেশ্তা এবং জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীকুল ইত্যাদি। এই সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনসমূহও একে অপর থেকে অবশ্যই ভিন্নতর। কিন্তু বিশ্ব-প্রতিপালক প্রত্যেকের অবস্থা, পরিস্থিতি এবং প্রকৃতি ও দেহ অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে থাকেন। সুতরাং বুঝা গেলো সকল কিছুর স্রষ্টা এবং প্রতিপালক যিনি নিঃসন্দেহে তিনি অত্যাধিক বরকতময়।

শিক্ষাসমূহ

এক- আলোচ্য আয়াতে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যা থেকে আমরা মহান স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ক ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারি।

দুই- সৃষ্টির প্রয়োজনসমূহ একে অপর থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের প্রয়োজনই তিনি পূরণ করে থাকেন।

তিন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

চার- তিনি আরশের উপর সমুন্নত, সব জায়গায় বিরাজমান নন।

পাঁচ- মহান স্রষ্টার সকল সৃষ্টিই তাঁর হুকুমের অনুগত।

ছয়- সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

সাত- আর আল্লাহ, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, নিঃসন্দেহে তিনি অত্যাধিক বরকতময়।

[৭] *সা'দী।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস :

সকল কাজ শুরু হোক ডান দিক থেকে

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ : فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

সরল অনুবাদ

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সমস্ত কাজে (যেমন) ওযূ করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভালো) কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।’[৮]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

‘আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বক্র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র কন্যা। তাঁর মাতার নাম উম্মু রুম্মান। মহানবী (ﷺ)-এর স্ত্রী। নবীজি (ﷺ) তাঁর এই প্রিয়তমা স্ত্রীকে আদর করে হুমাইরাহ্ বলে ডাকতেন। তিনি নবী (ﷺ)-কে নয়টি বছর জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নবী (ﷺ) থেকে বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা প্রচারও করে গেছেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একজন বড়ো ফিকহবিদ ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে যে ছয়জন সাহাবি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন। তাঁর সনদে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৯]

‘আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৫৭/৫৮ হি. সনে ৬৫/৬৭ বছর বয়েসে ১৭ রমাযান মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অসিয়ত অনুসারে রাতের অন্ধকারে জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

সকল ভালো ও সম্মানজনক কাজকর্মে ডান হাত ব্যবহার করা বা ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; যথা- ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম, পোশাক পরা, জুতা, মোজা, পায়জামা পরা, মসজিদে প্রবেশ করা, দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, নখকাটা, গোঁফ কাটা, বগলের লোম তোলা, চুল কামানো, নামায থেকে সালাম ফেরা, পানাহার করা, মুসাফাহ করা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, পায়খানা থেকে বের হওয়া, কোনো জিনিস লেনদেন করা ইত্যাদি। আর উক্ত কার্যাদির বিপরীত অন্যান্য কর্মসমূহে বাম হাত ব্যবহার বা বাম দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যেমন- নাকঝাড়া, থুথু ফেলা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, পোশাক, জুতা, মোজা, পায়জামা ইত্যাদি খোলা, পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিঞ্জা (পানি বা ঢিল ব্যবহার) করা, ঘৃণিত কিছু স্পর্শ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِیَهْ ﴿۱۹﴾ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِیَهْ ﴿۲۰﴾ فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴿۲۱﴾ فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿۲۲﴾ قُطُوْفُهَا دَانِیَةٌ ﴿۲۳﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِیْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیَّامِ الْخَالِیَةِ ﴿۲۴﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِیَهْ ﴿۲۵﴾ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ ﴿۲۶﴾ یٰلَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ ﴿۲۷﴾ مَآ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ ﴿۲۸﴾ هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطٰنِیَهْ ﴿۲۹﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّوْهُ ﴿۳۱﴾ ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿۳۲﴾

“অতঃপর যার ‘আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে– নাও, আমার ‘আমলনামা পড়ে দেখো; আমি জানতাম যে, আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে; সুমহান জান্নাতে যার ফলরাশি অতি নিকটে নাগালের মধ্যে থাকবে। খাও এবং পান করো তৃপ্তির সাথে, তোমার অতীত দিনসমূহে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।

---

*প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।
[৮] সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; হাদীস সম্ভার- হা. ৩৫৯৯।
[৯] উমদাতুল ক্বারী- আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি, ১/৩৮।

কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে– হায়! আমাকে যদি আমার ‘আমলনামা না দেওয়া হতো এবং আমি যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসলো না। আমার ক্ষমতাও বিনাশ হয়ে গেল। (ফেরেশ্তাকে বলা হবে) তাকে ধরো। অতঃপর তার গলায় বেড়ী পড়িয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। পুনরায় তাকে বেঁধে ফেলো এমন শিকল দ্বারা যার মাপ সত্তর হাত লম্বা।”[১০]

তিনি আরো বলেছেন,

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ﴾

অর্থাৎ- “ডান হাতওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডান হাতওয়ালারা! আর বাম হাতওয়ালারা; কত হতভাগ্য বাম হাতওয়ালারা!”[১১]

ইসলামে ডান হাতকে কেবল সম্মানিত জিনিসগুলোর জন্য ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। আর বাম হাতকে এমন জিনিসগুলোর জন্য ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যা অশুচি বলে গণ্য। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

‘নবী করীম (ﷺ) জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।’[১২]

তিনি আরো বলেন,

كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিল শৌচ ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বা কষ্টদায়ক কাজের জন্য।’[১৩]

ইমাম নব্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘শরী‘আতে এটি একটি চলমান রীতি যে, জামা-কাপড়, ট্রাউজার এবং মোজা পরিধান করা, মসজিদে প্রবেশ করা, মিসওয়াক করা, চোখে সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, চুল আঁচড়ানো, বগলের চুল উপড়ানো, মাথা কামানো, সলাত শেষে সালাম ফিরানো, ওযূতে অঙ্গ ধুয়ে ফেলা, টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসা, খাওয়া-দাওয়া, মুসাফাহ, হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দেয়া ইত্যাদিতে ডান ব্যবহার করা বা ডানদিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। এর বিপরীত বিষয়গুলো যেমন- টয়লেটে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, নাক মুছা, টয়লেট ব্যবহারের পরে নিজেকে পরিষ্কার করা, কাপড়, ট্রাউজার এবং মোজা খুলে ফেলা ইত্যাদিতে বাম হাত ব্যবহার করা বা বাম দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব।’[১৪]

ঘরে কিংবা মজলিসে খাদ্য বিতরণ ও সভা-সমাবেশে কোনো কিছু বিতরণের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে। কারণ ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নত।

حَدَّثَنِيْ أَبُوْ طُوَالَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فِيْ دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الأَيْمَنُوْنَ الأَيْمَنُوْنَ أَلَا فَيَمِّنُوْا قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

আবূ তোয়ালা (যার নাম ‘আব্দুর রহমান) বললেন, আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আমি শুনেছি, তিনি বলেন, ‘রাসূল (ﷺ)-এর জন্য একটি বকরির দুধ দোহন করা হলো। তখন তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবনু মালেকের বাড়ির কূয়ার পানি মেশানো হলো। তারপর পাত্রটি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে দেওয়া হলো। তিনি তা থেকে পান করেন। পাত্রটি তাঁর মুখ

[১০] *সূরা আল-হাক্বক্বা-হ্ : ১৯-৩২।*
[১১] *সূরা আল-ওয়াক্বি‘আহ্ : ৮-৯।*
[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৬৮।*
[১৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৪৮, সনদ সহীহ।*
[১৪] *শারহু সহীহ মুসলিম- ইমাম নব্বী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; ‘আওনুল মা‘বূদ- শামসুল হক আযীমাবাদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫।*

থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখেন, তাঁর বাম দিকে আবূ বক্‌র ও ডান দিকে একজন বেদুঈন আছে। পাত্রটি তিনি হয়তো বেদুঈনকে দিয়ে দেবেন এ আশঙ্কায় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আপনার পাশে, তাকে পাত্রটি দিন। তিনি বেদুঈনকে পাত্রটি দিয়ে দেন, যে তাঁর ডান পাশে ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, ডান দিকের লোক বেশি হক্বদার।'[১৫]

وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ (رضي الله عنها) : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ لَهُنَّ فِيْ غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ (رضي الله عنها) اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوْءِ مِنْهَا.

উম্মু 'আত্বিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত নবী (ﷺ) স্বীয় কন্যা যায়নাবের (লাশ) গোসল দেওয়ার সময় তাদের (মহিলাদেরকে) আদেশ করলেন যে, তোমরা ওর ডান দিক থেকে ও ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল আরম্ভ করো।[১৬]

বাম দিকে কোনো সম্মানিত মানুষ, বিশেষ অতিথি ও বয়স্ক ব্যক্তি থাকলে ডান পাশের মানুষের অনুমতি নিয়ে বাম দিকের ব্যক্তিকে কোনো কিছু দেওয়া যাবে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ (ﷺ) بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قَالَ مَا كُنْتُ لأُوْثِرَ بِفَضْلِيْ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নবী করিম (ﷺ)-এর কাছে একটি পেয়ালা আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক, আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বলেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানিটুকু) বয়স্কদের দেওয়ার অনুমতি দেবে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে ফযীলাত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আমার চেয়ে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেবো না। অতঃপর তিনি তা তাঁকে দেন।'[১৭]

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি কোনো যৌক্তিক কারণে উক্ত সুন্নাহ মেনে চলতে অক্ষম হয়। যেমন- সে জন্মগতভাবেই বাম হাতি; তাহলে সে ডান হাতের স্থানে বাম হাত ব্যবহার করতে পারবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا﴾

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।"[১৮] ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال.

এটা তখন, যখন কোনো ওযর থাকবে না। কিন্তু যদি অসুস্থতা, আঘাত ইত্যাদি ওযর থাকে, যার কারণে ডান হাতে পানাহার গ্রহণ কষ্টকর হয় তাহলে বাম হাত ব্যবহার করা মাকরূহ হবে না।[১৯]

উপসংহার

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের একটি স্থায়ী বিধান হলো এই যে, সম্মানিত ও সমাদৃত কাজে অথবা যে বিষয়টির দ্বারা সম্মান ও মর্যাদাদান করা হয়। যেমন- জামা-কাপড়, পাজামা, মোজা পরিধান করা এবং মসজিদে প্রবেশ, মেসওয়াক বা দাঁতন ব্যবহার করা, চোখে কাজল বা সুরমা লাগানো, নখ কাটা, মোচ ছাঁটা, চিরনির দ্বারা মাথার চুল আঁচড়াবার সময়, বগলের চুল উপড়ানো বা তুলে ফেলার সময়, মাথার চুল মুণ্ডন এবং নামায শেষে সালাম ফেরানো, পবিত্রতার্জন করার সময়, দেহের অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। অনুরূপভাবে শৌচাগার বা টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময়, পানাহার ও মুসাফাহা করার সময় এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় ডান হাত কিংবা ডান দিক থেকে আরম্ভ করা উত্তম বা মুস্তাহাব।

তবে যে সমস্ত কাজে সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয় না যেমন- শৌচাগার বা টয়লেটে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, নাক পরিষ্কার করা, মলত্যাগের পর মলদ্বার ইত্যাদি পরিষ্কার করা, জামাকাপড়, পাজামা, মোজা ইত্যাদি খোলার কাজগুলো বাম দিক থেকে সম্পাদন করা উত্তম বা মুস্তাহাব। আর এই বিধানটির উদ্দেশ্য হলো ডান দিকের সম্মান ও মর্যাদা দান করা।

---

[১৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩৫২।*
[১৬] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; হাদীস সম্ভার- হা. ৩৬০১।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩৫১।*
[১৮] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*
[১৯] *তুহফাতুল আহওয়াযী- ৫/৫১৮।*

خطبة المسجد النبوى / মসজিদে নব্বীর খুত্বাহ্ :

সৎকাজে প্রতিযোগিতা, উন্নত আত্মার পরিচয়

খত্বীব : শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল-কাসিম (হাফিযাহুল্লা-হ)
অনুবাদক : ড. শেখ সা'দী বিন আব্দুর রশিদ আল-মাদানী (হাফিযাহুল্লা-হ)★

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্য হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তা'আলা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর মহান আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর একান্ত 'ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, তাঁর আনুগত্যে প্রতিযোগিতার ময়দান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়ার এবং নৈকট্য অর্জনের জন্য অগ্রসর হতে আহ্বান করেছেন। আর সৎকর্মে প্রতিযোগিতা শুধু সৎকর্ম করার আদেশের মতো নয়; বরং এতে রয়েছে তা সম্পাদন, পূর্ণতা দান এবং সর্বোত্তম পন্থায় তা বাস্তবায়ন। আর এটাই হলো পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর দাসত্বের প্রকাশ। তাছাড়া মহৎ আত্মাগুলো অগ্রগামী হতে ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের স্পৃহায় প্রতিযোগিতা দ্বারা উপকৃত হয়। এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেতনা এবং গুণী মানুষের অনুকরণের পরিচয় বহন করে।

আর সৎকর্মে অগ্রগামিতা ব্যক্তির সবচেয়ে প্রশংসনীয় গুণগুলোর একটি; কারণ এতে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি ভালোবাসার গভীর আগ্রহের প্রমাণ মেলে। নবী (আলাইহিস সালাম)-গণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন :

﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾

অর্থ : "হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে ছুটে এসেছি– যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।"[২০]

আর আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) একদিন তার সাহাবিদের সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি দ্রুত উঠে পড়লেন এবং মানুষের কাঁধ ডিঙিয়ে তার স্ত্রীদের কোনো একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। তার এই দ্রুততার কারণে লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন : "আমাদের কাছে সাদাক্বার কিছু সোনার টুকরো থাকার কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি অপছন্দ করলাম যে তা আমাকে (কল্যাণের কাজে) আটকে রাখুক। তাই আমি তা বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছি।"[২১]

আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে যে,

﴿وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾

অর্থ : "আর তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সৎকাজে দ্রুতগামী হয়।"[২২]

আর আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাঁর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতগামী হতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

﴿وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ﴾

অর্থ : "আর তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীন।"[২৩]

★ *পি.এইচ.ডি., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*

[২০] *সূরা ত্ব-হা- : ৮৪।*
[২১] *সহীহুল বুখারী।*
[২২] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১১৪।*
[২৩] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৩৩।*

আর তিনি তাদের এতে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করে বলেছেন :

﴿سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾

অর্থ : "তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা করো, যার প্রস্থ আসমান ও যমীনের প্রস্থের ন্যায়।"[২৪]

আর রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবিরাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অর্জনে সদা অগ্রসর থাকতেন। একবার নবী (ﷺ) বললেন : "নিশ্চয়ই আমি এই পতাকাটি এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ও তাকে ভালোবাসেন।"[২৫]

সাহ্‌ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "সেদিন লোকেরা সারারাত এ নিয়েই কাটাল– কার হাতে এটি দেওয়া হবে। পরদিন সকালে সবাই এই আশায় উপস্থিত হলো যে, এটি তাকে দেওয়া হবে।"

তারা নবীর আতিথেয়তা লাভের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন যে, কে তা লাভ করবে। বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "আমরা মদিনায় আগমন করলাম, অর্থাৎ- হিজরতের সময়– তখন লোকেরা এ নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ল যে, কার বাড়িতে মহান আল্লাহর রাসূল অবস্থান করবেন। তখন তিনি বললেন : 'আমি বানু নাজ্জারের কাছে অবস্থান করব। তারা 'আব্দুল মুত্তালিবের মাতুলগোষ্ঠী; এর মাধ্যমে আমি তাদের সম্মানিত করব।'"[২৬]

তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মসজিদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করতেন : "তারা মসজিদের ইট একটি একটি করে বহন করতো, আর আম্মার ইবনু ইয়াসির দু'টি করে ইট বহন করতেন।"[২৭] মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় আরো উল্লেখ আছে যে, "তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন : 'হে আম্মার! তুমি কেন তোমার সঙ্গীদের মতো একটি করে ইট বহন করছ না?' তিনি বললেন : 'আমি মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব চাই'।"

আর তারা চেষ্টা করতেন যাতে কেউ তাদের থেকে 'ইবাদতে এগিয়ে না যেতে পারে। গরীব মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন : "ধনীরা সর্বোচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত নিয়ে গেলেন।" তিনি বললেন : 'সেটা কীভাবে?' তারা বললেন : 'তারা আমাদের মতো সলাত আদায় করে, আমাদের মতো সাওম পালন করে, কিন্তু তারা সাদাক্বাহ্ করে আমরা সাদাক্বাহ্ করি না, তারা দাসমুক্ত করে আমরা দাসমুক্ত করি না'।"[২৮]

আর তারা নবী (ﷺ)-এর আদর্শ জানার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন, যাতে তা অনুসরণ করতে পারেন : "মক্কা বিজয়ের বছর নবী (ﷺ) উসামাহ্, বিলাল ও 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং লোকেরা ভেতরে প্রবেশের জন্য দৌড়াতে লাগল।" ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "আমি তাদের আগে ঢুকে বিলালকে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : 'রাসূল (ﷺ) কোথায় সলাত আদায় করেছেন'?"[২৯]

আর তারা নবী (ﷺ) তাদের প্রতি যা আহ্বান করতেন, তার দিকে দ্রুত ধাবিত হতেন এবং নিজেদের উপর তা অগ্রাধিকার দিতেন, এমনকি যদি তাদের নিজেদেরই তার প্রয়োজন থাকতো : "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল : আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি। তিনি (ﷺ) বললেন : 'কে আজ রাতে তাকে মেহমানদারি করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রহম করবেন?' আনসারদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি।' তিনি তাকে মেহমানদারি করলেন, অথচ তার কাছে তার বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন : কোনো জিনিস দ্বারা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখো, আর যখন আমাদের মেহমান আসবে, তখন বাতি নিভিয়ে দিও, আর তার কাছে এই ভান করবে যে আমরাও খাচ্ছি। যখন সে খেতে যাবে, তখন তুমি বাতির কাছে

[২৪] *সূরা আল-হাদীদ : ২১।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম।*
[২৭] *সহীহুল বুখারী।*
[২৮] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[২৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

গিয়ে সেটা নিভিয়ে দিও।' অতঃপর তারা বসে পড়লেন এবং মেহমান খেলেন। সকাল হলে সে নবী (ﷺ)-এর কাছে গেল। তিনি বললেন : 'নিজ মেহমানের সাথে তোমাদের দু'জনের আজকের রাতে তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হয়েছেন!'"[৩০] এবং তারা প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকত, এমনকি তা যদি তাদের জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমেও হয়। একদল লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল : "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের কাছে একজন আমানতদার লোক পাঠান।" তিনি বললেন : 'আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে একজন প্রকৃত আমানতদার লোক পাঠাব।' রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবাগণ এ জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বললেন : 'হে আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ, উঠে দাঁড়াও।'"[৩১]

যখন নবী (ﷺ) জানালেন যে, এই উম্মতের মধ্যে কিছু লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন 'উক্কাশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন : 'মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকেও তাদের একজন করে দেন।' তিনি বললেন : 'তুমি তাঁদেরই একজন।' তখন আরেকজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : 'হে আল্লাহর নবী! মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আমিও যেন তাদের একজন হই।' তখন তিনি বললেন : 'উক্কাশাহ্ এতে তোমার আগেই চলে গেছে'।"

আর যেমনিভাবে তারা 'ইবাদতে প্রতিযোগিতা করতো, তেমনিভাবে সৃষ্টির মনে আনন্দ দেওয়ার ক্ষেত্রেও দ্রুতগামী হতো। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "যখন আমার তাওবাহ্ কবুলের আয়াত নাযিল হলো, তখন আমি একজন ঘোষকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যে জাবালে সালা'র উপর দাঁড়িয়ে তার উচ্চ কণ্ঠে বলছিল : 'হে কা'ব ইবনু মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।' আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উপর মহান আল্লাহর তাওবাহ্ কবুলের ঘোষণা করলেন। তখন লোকজন আমাদের সুসংবাদ দিতে ছুটে এলো। আমার দু'জন সাথীর দিকেও সুসংবাদদাতারা গেল। আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তিদ্রুত আগমন করে পর্বতের উপর আরোহণ করতঃ চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দিকে রওনা দিলাম, লোকেরা দলবেঁধে আমার সাথে সাক্ষাত করতে লাগল, তাওবাহ্ কবুলের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বসে আছেন, তার চারপাশে লোকজন। ত্বালহাহ্ ইবনু উবাইদুল্লাহ দৌড়ে আমার দিকে উঠে এলেন, আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আর ত্বালহার এ বিষয়টি কখনো ভুলব না।"[৩২]

আর আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)– তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবাদের মধ্যে পরিপূর্ণ (সৎকাজে) প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিজের সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাদাক্বাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে কিছু সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম– আমার যদি কোনো দিন আবূ বক্রকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে আজই। তাই আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?' আমি বললাম : 'এর সমপরিমাণ।' এরপর আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাছে যা কিছু ছিল– সবই নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?' তিনি বললেন : 'আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।' তখন আমি বললাম : 'আমি আর কখনো কোনো বিষয়ে আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে পারবো না।'"[৩৩] আর একদিন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সওম পালন করলেন, জানাযায় গেলেন, একজন মিসকিনকে খাবার দিলেন এবং একজন রোগীর সেবা করলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : "এই গুণগুলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৪] 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "তিনি সৎকাজে দ্রুতগামী ছিলেন। আমরা কখনোই কোনো সৎকাজে অগ্রসর হতে চাইলেই আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের আগেই চলে যেতেন।"[৩৫]

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম অগ্রগামী ছিলেন– যারা মক্কা বিজয়ের আগেই মহান আল্লাহর পথে

[৩০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৩১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৩২] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৩৩] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৩৪] *সহীহ মুসলিম।*
[৩৫] *মুসনাদ আহমাদ।*

সম্পদ ব্যয় করেছেন ও জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা অন্যান্য সাহাবাদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী। আর এই প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চার খলিফা; আর তাদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ আবূ বক্‌র, তারপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

এই উম্মতের মধ্যেও এমন মানুষ আছেন, যারা চেষ্টা করেছেন এবং সৎকর্মে দ্রুত অগ্রসর হয়ে অন্যদের অতিক্রম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ﴾

অর্থ : "আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সৎকাজে অগ্রগামী।"[৩৬]

মু'মিনদের সৎকাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার যেসব গুণ তাদের মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরেছে, তার মধ্যে রয়েছে– তারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকে; তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে; তারা তাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরিক করে না; আর তারা যা কিছু দান করার, তা দান করেও তাদের অন্তর থাকে শঙ্কিত –এ জন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য ও আনুগত্যের পথ সহজতর হয়, তার উচিত তাতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করা। কারণ দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চ মনোবল খুব দ্রুত ভেঙে পড়ে– খুব কম সময়ই তা স্থির থাকে। ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেন যার জন্য তিনি সৎকাজের একটি দরজা খুলে দেন, আর সে তা গ্রহণ করে না। এর শাস্তি হলো তিনি তার অন্তর ও তার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন, ফলে তাকে তার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ দেন না, এটি তার শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তাকে ডাকেন তখন সাড়া দেয় না, আল্লাহ তার এবং তার অন্তর ও ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। ফলে সে এরপর আর সাড়া দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষের ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন।"[৩৭]

নবী (ﷺ) সৎকাজে দ্রুতগামী হতে উৎসাহিত করেছেন, তা বাধাগ্রস্ত হওয়ার আগে এবং ক্রমবর্ধমান, স্তূপীকৃত ও নিপতিত ফিতনাসমূহ দ্বারা ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগেই। তিনি বলেছেন : "তোমরা সৎকাজে দ্রুতগামী হও, এমন ফিতনার আগে যা অন্ধকার রাতের টুকরার মতো। সকালে মানুষ মু'মিন থাকবে আর সন্ধ্যায় কাফির হবে অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে আর সকালে কাফির হবে। সে তার দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করবে।"[৩৮]

নবী (ﷺ) এমন কিছু 'আমলের কথা জানিয়েছেন যেগুলোর সওয়াব মানুষ যদি সত্যিই জানত, তবে তারা সেগুলো অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। তিনি বলেছেন : "মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলাত জানত, তবে তা পাওয়ার জন্য লটারির আশ্রয় নিতে হলেও নিত। আর মানুষ যদি আগেভাগে নামাযে উপস্থিত হওয়ার ফযীলাত জানত, তবে তাতে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। আর মানুষ যদি 'ইশা ও ফজরের নামাযের ফযীলাত জানত, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সেগুলো আদায় করতে আসত।"[৩৯]

আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে এবং অগ্রগামী হয়, সে আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশে অগ্রগামী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۞ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

"আর যারা অগ্রগামী, তারাই তো অগ্রগামী। তারাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহে।"[৪০]

পরিশেষে হে মুসলমানগণ! সুতরাং সৎকাজে পরিপূর্ণতা অর্জনে দ্রুতগামী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করুন। আর যদি আপনি পারেন যে, মহান আল্লাহর কাছে কেউ আপনাকে ছাড়িয়ে না যায়, তবে তাই করুন। বস্তুতঃ সৎকাজ ও 'ইবাদতের ক্ষেত্র বহুবিধ, সুতরাং যদি কেউ আপনাকে কোনো একটি কাজে ছাড়িয়ে যায়, তবে সে

[৩৬] *সূরা ফা-ত্বির : ৩২।*

[৩৭] *সূরা আল-আনফাল : ২৪।*
[৩৮] *সহীহ মুসলিম।*
[৩৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৪০] *সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ্ : ১০-১২।*

যেন আপনাকে অন্য কাজে ছাড়িয়ে না যায়। আর যাকে প্রতিযোগিতা থেকে কোনো ওজর আটকে রাখে, তার জন্য সত্যিকারের নিয়ত (ইচ্ছা) 'আমলের স্থলাভিষিক্ত হয়।

আর যার অন্তর বিশুদ্ধ, সে তার আগে যারা নেককাজে অগ্রগামী হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে :

﴿وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ﴾

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে– 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে'।"[৪১]

আর যে ব্যক্তি সৎকাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং অগ্রগামী হয়, সে যেন মহান আল্লাহর তাওফীক্ব ও সাহায্যের জন্য প্রশংসা করে, আর নিজের 'আমল নিয়ে গর্ব না করে, যাতে তা বরবাদ না হয়।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ﴾

"অতঃপর আমি এ কিতাবটির উত্তরাধীকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তারপর তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি যুল্‌মকারী এবং কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আবার তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই হলো মহা অনুগ্রহ।"[৪২]

بارك الله لي ولكم...

দ্বিতীয় খুত্ববাহ্ : সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য তাঁর ইহসানের কারণে। তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; ভালো কাজের তাওফীক্ব দান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; তাঁর শানের প্রতি সম্মান রেখে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে মুসলমানগণ! অনেক বিতর্ক বহু সৎকাজ সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে, তাড়াতাড়ি করার প্রশ্ন তো দূরের কথা। যখন মুশরিকরা মু'মিনদের কিবলা পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের তাদের সাথে বিতর্ক করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে তারা সৎকাজ থেকে বিরত না থাকে এবং তিনি তাদের সৎকাজে দ্রুতগামী হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন :

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ﴾

"আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়। অতএব তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো।"[৪৩]

আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে আনুগত্যের দিকে প্রতিযোগিতা করা থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ রাসূল (ﷺ)-কে প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ﴾

"আর যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো।"[৪৪]

আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি বিমুখতার একটি লক্ষণ এই যে, তিনি তাকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রাখেন যা তার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। আর যাকে অনুগ্রহ করা হয়েছে সে সেই ব্যক্তি, যাকে 'ইবাদতের তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে তাতে দ্রুতগামী হয়েছে।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন...।

[৬ রজব-১৪৪৭ হিজরি, ২৬ ডিসেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী।]

[৪১] *সূরা আল-হাশ্‌র : ১০।*
[৪২] *সূরা ফা-ত্বির : ৩২।*
[৪৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৪৮।*
[৪৪] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৮।*

مقالة خاصة / বিশেষ নিবন্ধ :

বঙ্গভঙ্গ এবং নবাব সলিমুল্লাহ : নেতৃত্বের মূল্যায়ন

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম বৃহৎ ও জনবহুল অঞ্চল। প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক সচেতনতার উত্থান এবং সাম্প্রদায়িক বাস্তবতা –এসবকিছুর সমন্বয়ে ১৯০৫ সালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ। বহু বছরের সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় ছিল বঙ্গভঙ্গ। এই প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্বে যাঁরা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে ঢাকার নবাব পরিবারের নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন অগ্রগন্য। বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি বিশেষ মূল্যায়নের দাবি রাখে।

নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সুযোগ্য উত্তরসূরী। একজন সুশিক্ষিত দূরদর্শী ও প্রগতিশীল মুসলিম নেতা। তাঁর উত্থান ছিল অবহেলিত মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ। মুসলমানদের কল্যাণই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেন। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা মন্ত্রপূতের মতো বঞ্চিত ও অবহেলিত মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় তার সুস্পষ্ট অবস্থান দৃষ্টে দেশবাসী আকৃষ্ট হয়। বিকশিত হয় এক সাংগঠনিক দক্ষতা। অচিরেই ত্রাতারূপে সকল মহলে সমাদৃত হন। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতাচর্চা তাকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে পরিচিত করে তোলে। তাঁর শিক্ষাবান্ধব ও সংস্কারমুখী চিন্তা-ভাবনা সমাজে সুবাতাস প্রবাহিত হয়। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার যৌক্তিক প্রয়োজন সমাজে অনুভূত হয়। এজন্য জাতিকে শিক্ষিত করার শর্ত প্রাধান্য লাভ করে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো সমাজের উন্নতি হতে পারে না –এমনিভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করে। তার মতে শিক্ষা হলো জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার; এর উদ্দেশ্য মানসিক উৎকর্ষ সাধন, বিলাস নয়। নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন একটি আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষা বিস্তারে তিনি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের এমন শিক্ষা দিতে হবে, যা তাদেরকে ভবিষ্যতের সুস্থ নাগরিকরূপে গড়ে তুলবে এবং এর ফলে তারা কর্মজীবনে সাফল্যজনকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ১৯০৬ সালে ঢাকায় আয়োজিত প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন,

I have my own ideas about the short of eduction that should in imparted our children to fit them to become good Citizens and capable of discharging their Varius duties in life effciently.[৪৫]

তিনি সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেন। অচিরেই তাঁর এবং বিধ শিক্ষাবান্ধবও সংস্কার মুখী চিন্তা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল একই সাথে শাসনাধীনে রেখে পরিচালনা করা ইংরেজদের জন্য সহজ কাজ ছিল না। তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইলিয়াম গ্রে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, "এই প্রদেশের বিশাল আয়তনের কারণে একজনের পক্ষে শাসন পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" ন্যায্যতার নিরীখে তিনি আরো বলেন, "এ কারণে সকল জনগণের প্রতি সুবিচার সম্ভব নয়।" বস্তুত বিশাল আয়তনের পাশাপাশি ৬ কোটি ৭০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ সুকঠিন ছিল তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই উপলব্ধি শুধু ইংরেজ সরকারেরই ছিল না, নবাব সলিমুল্লাহ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর কাজটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজীকরণের লক্ষ্যে লর্ড কার্জন রিজলে পরিকল্পনা সম্প্রসারণ করে ঢাকার নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করেন।

লর্ড কার্জনের আন্তরিকতা সত্বেও সহসাই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯০৩ সালে ১৭ জানুয়ারী জমিদার আনন্দচন্দ্র রায়ের বাসভবনে ত্রৈলোক্যনাথ বসুর সভাপতিত্বে হিন্দু জমিদার, তালুকদার, মহাজন, উকিল ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি প্রায় শতাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি নবাব সলিমুল্লাহর বিপক্ষে অভিমত দেন। নবাব সলিমুল্লাহ দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের

* **প্রফেসর ও পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৪৫] Procedings of The Princial Mohammadan education Conference, Eastarn Bangald Assam, 1996, P. 7-9।

পূর্ববঙ্গ সফরকে ঘিরে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতদমর্মে লর্ড কার্জনকে ঢাকায় বিপুল সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করেন। শুধু তাই-ই নয় নবাব সলিমুল্লাহ নিজ বাসভবনে কার্জনের অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। লর্ড কার্জনের ঢাকায় আগমন এবং নবাব সলিমুল্লাহর সাথে কার্জনের এই ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কার্জনের সাথে নৈকট্য অর্জন সরকারী পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলার মুসলমাদের অনুকূলে দাঁড়ায়। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বিলাতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৯০৫ সালের জুন মাসের ভারত সচিব কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। অবশেষে প্রবল উত্তাপ ও উত্তেজনার মধ্যে ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ জন্মলাভ করে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সমগ্র বাংলায় ঐতিহাসিক বিপ্লব সুচিত হয়। তৃতীয়বারের মত ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়। ১ লক্ষ ৬ হাজার বর্গমাইলের সুবৃহৎ প্রদেশের রাজধানী হিসেবে বরিত হয়। কিন্তু নানাবিধ অযৌক্তিক কারণকে সামনে এনে হিন্দুরা এর প্রবল বিরোধিতা শুরু করে। পাঁচ বছর পরে এটি রদ হলেও নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিমলীগ জন্ম লাভ করে। অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অবিনাশী প্লাটফর্ম শোকাতুরা মুসলমানদের পুনর্বার সাহসী করে তোলে।

নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আবেগ নির্ভর রাজনীতির পরিবর্তে বাস্তববাদী ও লক্ষ্যভিত্তিক নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুসলমানদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থ বিবেচনায় বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন; উজ্জীবিত করেন, যা পরবর্তীকালে মুসলিম রাজনীতির ভিত্তি গঠনে সহায়ক হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও সলিমুল্লাহ মুসলমানদের সংগঠিত ও আত্মসচেতন করে তোলেন– যার ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যত পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়। আপাতত দৃষ্টিতে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের ফলে সাম্প্রদায়িক বিভাজন আরো স্পষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় নবাব সলিমুল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল মুসলমান সমাজের দৃষ্টিকোন থেকে যৌক্তিক ও সময়োপযোগী।

বঙ্গভঙ্গ ছিল বাংলার ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন এর অন্যতম মুসলিম নেতা। তাঁর নেতৃত্বে শুধু একটি প্রশাসনিক পূনর্বিন্যাসের সমর্থনের সীমাবদ্ধ ছিলনা; বরং তা মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, আত্মপরিচয় ও সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করে। তাই বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ ও নবাব সলিমুল্লাহ –এই দু'টি ইতিহাসের পাতায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করে। নবাব সলিমুল্লাহ নিজেই তার নিজের উদাহরণ হিসেবে বাংলার ইতিহাসে আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদরাসা

(বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী **"আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদরাসা"**, বালক শাখা ও **"উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহিলা মডেল মাদ্‌রাসা"**য়, **একাদশ তিরমিযী** পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম **দু'জন জুনিয়র মুহাদ্দিস শিক্ষক** ও **মিশকাত** পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম **দু'জন আলেমা শিক্ষিকা নিয়োগ** দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে **আগামী ২৯/০১/২০২৬ ইং** তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত **ই-মেইল** বা **হোয়াটস অ্যাপ** নম্বরে আবেদন পত্রসহ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : ❑ সকল একাডেমিক সনদের ফটোকপি। ❑ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম সনদের কপি। ❑ ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি। ❑ জীবনবৃত্তান্ত (C.V.)। ❑ অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে)।

ক্র. নং	পদসমূহ	শাখা	বিষয়	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন
১.	মুহাদ্দিস শিক্ষক	বালক	আরবী	২	দাওরায় হাদীস ও মুহাদ্দিস হিসেবে নূন্যতম এক বছর পাঠ দানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	মাদ্‌রাসার পে স্কেল অনুযায়ি
২.	আলেমা শিক্ষিকা	বালিকা	আরবী	২	দাওরায় হাদীস	মাদ্‌রাসার পে স্কেল অনুযায়ি

যোগাযোগ : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদ্‌রাসা

(বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা)

সভাপতি : ✆ ০১৭৬১৮৯৭০৭৬, **সেক্রেটারি :** ✆ ০১৭৪৪৪৬০২২৪, **অধ্যক্ষ :** ✆ ০১৭১২৯৬৮৩০৩ **(হোয়াটস অ্যাপ)**

ই-মেইল : akq.modelmadrasah@gmail.com

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ :

আল-কুরআনে আল্লাহ ও রব প্রসঙ্গ

মাহবুবুর রহমান বিন মুসলেহুদ্দীন*

ভূমিকা : প্রত্যেক মানুষের যেকোনো কাজের পেছনেই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সে অগ্রসর হয়।

ঠিক আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে। আর তা হলো একমাত্র তাঁরই জন্য 'ইবাদত করবে[৪৬]। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক স্থাপন করবে না[৪৭] এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে এবং তাঁর দেওয়া পথে চলবে এজন্য প্রত্যেক মানুষের উচিত যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই রবকে ভালোভাবে জেনে নেওয়া তার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। আলোচ্য প্রবন্ধে রব সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইন্ শা-আল্লাহ।

আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান : কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক 'আক্বিদাহ্ হলো– আল্লাহর আকার রয়েছে তিনি নিরাকার নন। এই মর্মে অনেক প্রমাণাদি রয়েছে,

تُقَادُ جَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ، ولَها سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ، مع كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، وَيُقَالُ لِجَهَنَّمَ : هَلِ امْتَلَأْتِ؟ فَتَقُوْلُ : هَلْ مِن مَّزِيْدٍ؟ فَيَضَعُ رَبُّ العِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ، فَيَقُوْلُ : قَطْ قَطْ (بِمَعْنَى : حَسْبِيْ حَسْبِيْ)، وَيَنْزَوِيْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

নবী করিম (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে টেনে আনা হবে, তার থাকবে সত্তর হাজার লাগাম; প্রতিটি লাগাম টানবে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা। তখন জাহান্নামকে বলা হবে– 'তুমি কি পূর্ণ হলে?' সে বলবে– 'আরো কিছু আছে কি (আমার জন্য)?' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা (قَدَم) সেখানে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে– قط قط অর্থাৎ- 'পর্যাপ্ত হয়েছে, পর্যাপ্ত হয়েছে'। তখন তার অংশগুলো একে অপরের সঙ্গে মিশে যাবে (অর্থাৎ- সংকুচিত হয়ে যাবে)।"[৪৮]

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় মহান আল্লাহর পা রয়েছে এছাড়াও তার হাত রয়েছে তার মুখ রয়েছে ইত্যাদি তবে এগুলো কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর মতো আর কিছুই নেই, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৪৯]

আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা : আসমান যমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর তত্ত্বাবধায়ক (পরিচালনাকারী)।"[৫০]

আল্লাহর অবস্থান : কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক 'আক্বিদাহ্ হলো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরশে আজিমে সমুন্নত রয়েছেন সেটা সপ্তম আসমানের উপরেই এবং সেখান থেকে তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন্য–

﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾

"পরম দয়ালু আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।"[৫১] তবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রতি রাত্রে শেষ অংশে নিচে নেমে আসেন। তিনি যেভাবে চান। এই মর্মে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে,

قال رسول الله (ﷺ) يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "আমাদের প্রতিপালক পরম বরকতময় ও আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বলেন,

---

* *সহকারী শিক্ষক, নবাবগঞ্জ দারুল হাদীস মাদ্রাসা ও সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা।*

[৪৬] *সূরা আয্-যা-রিয়া-ত : ৫৬।*

[৪৭] *সূরা আন্-নিসা : ৩৬।*

[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৪৮, ৭৪৩৯; মুসলিম- হা. ২৮৪৮।*

[৪৯] *সূরা আশ্-শূরা- : ১১।*

[৫০] *সূরা আয্-যুমার : ৬২।*

[৫১] *সূরা ত্বা-হা- : ৫।*

'এমন কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দেব? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'।"[৫২]

মহান আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত জ্ঞান : আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা সীমাহীন। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। তিনি যা চান তা করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।"[৫৩]

আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ, পর্বত, মানুষ, প্রাণী সবকিছু তাঁর এক নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে। যদি আমরা একবার চিন্তা করি– সূর্যের নির্দিষ্ট পথে চলা, বৃষ্টির সঠিক সময়ে বর্ষণ, বীজ থেকে সবুজ গাছ হওয়া, মায়ের গর্ভে শিশুর সৃষ্টি –এসবই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ﴾

"আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই (আমার নিদর্শন রয়েছে), তবু কি তোমরা দেখো না?"[৫৪]

কোনো কিছুই মহান আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾

"আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে।"[৫৫]

অর্থাৎ- তিনি চাইলে মৃতকে জীবিত করেন, অন্ধকে দৃষ্টি দেন, শুকনো যমিকে সবুজ করে তোলেন সবই তাঁর "কুন" বলার মাধ্যমে ঘটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৫৬]

(কুরআনে প্রায় ৩০টিরও বেশি স্থানে এই বাক্য এসেছে)

﴿وَمَا قَدَرُوْا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

"তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠিতে, আর আসমানসমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজকৃত অবস্থায়। তিনি পবিত্র, ও মহান, যা কিছু তারা তাঁর সাথে শরিক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।"[৫৭]

এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে। সহীহুল বুখারীর এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন ইহুদি আলেম নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে রাখবেন এক আঙুলে, যমিনসমূহকে এক আঙুলে, পর্বতসমূহকে এক আঙুলে, বৃক্ষসমূহকে এক আঙুলে, পানি ও মাটিকে এক আঙুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙুলে; তারপর তিনি বলবেন : 'আমি রাজা!'"[৫৮]

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাসলেন, আশ্চর্য ও সমর্থনের ভঙ্গিতে। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

﴿وَمَا قَدَرُوْا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾[৫৯]

অন্য বর্ণনায় সহীহ মুসলিমে উল্লেখ হয়েছে কিয়ামত দিবসে আকাশমণ্ডলকে মুড়িয়ে ডান হাতে ধারণ করে বলবেন আমি মহারাজ দুনিয়ার অত্যাচারীরা কোথায় অহংকারীরা কোথায় অতঃপর সপ্ত যমিনকে নুড়িয়ে বাম হাতে ধারণ করে বলবেন আমি মহারাজ অত্যাচারীরা কোথায় অহংকারীরা কোথায়।

আরো এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সপ্তাকাশ ও সপ্ত যমিন রহমানের হাতের তালুতে ঐরকম ক্ষুদ্র মনে হবে যেমন তোমাদের কারো হাতে সরিষার দানা যেমন মনে হয়।

উল্লেখ্য যে, এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্ব ৫০০ বছরের রাস্তা এমনকি প্রত্যেক আসমানের পুরুত্বও ৫০০ বছরের রাস্তা।[৬০]

আরো এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঐরকমই হয় যেমন একটি ঢালের মধ্যে কয়েকটি দিরহাম ফেলে রাখা হয়।[৬১] (কুরসী বলা হয়,)

---

[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৫।*
[৫৩] *সূরা ইয়া-সীন : ৮২।*
[৫৪] *সূরা আয্-যা-রিয়া-ত : ২১।*
[৫৫] *সূরা ফা-ত্বির : ৪৪।*
[৫৬] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২০।*
[৫৭] *সূরা আয্-যুমার : ৬৭।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮১১।*
[৫৯] *সূরা আয্-যুমার : ৬৭।*
[৬০] *তাওহীদের সরল ভাষ্য- পৃ. ২৪০।*
[৬১] *তাওহীদের সরল ভাষ্য- পৃ. ২৩৯।*

الكُرْسِيّ موضع قدمي الله تعالي.

"কুরসি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পায়ের স্থান।"[৬২]

অর্থাৎ- এটি আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে একটি মহান সৃষ্টি, যা আসমান ও যমিনের তুলনায় অতি বিশাল।

পক্ষান্তরে কুরসীর তুলনায় আরশে আজিম আরো বিশাল আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আরসের মধ্যে কুরসী ওইভাবে রয়েছে যেমন যমিনের কোনো এক ময়দানে একটি লোহার আংটি পড়ে থাকে।[৬৩]

উপরোক্ত বিষয়টা আমরা চিন্তা করলে অনুধাবন করতে পারব মহান আল্লাহর ক্ষমতা কত বিশাল।

❁ **সকল কিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতে হয়ে থাকে :**

كل شيء بقضاء الله وقدره.

"সবকিছু মহান আল্লাহর কুদরাত এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘটে।"

কুরআনে অনেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটতে পারে না।

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

"তোমরা কিছু চাও না, যদি আল্লাহ তা না চান।"[৬৪]

﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُؤْمِنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾

"আমরা বিশ্বাস করতে পারি না, যদি আল্লাহ না চান।"[৬৫]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لم يشأ لَمْ يَكُنْ.

"যা আল্লাহ তা'আলা চান, তা হয়; যা আল্লাহ তা'আলা চান না, তা ঘটে না।"[৬৬]

এমনকি গাছের একটা পাতা পড়লেও তাঁর জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

"আর তাঁর কাছে অজ্ঞাত জগতের চাবি আছে; তা কেবলই তিনি জানেন। তিনি জানেন যা আছে স্থলে ও সমুদ্রে। এমনকি একটি পাতাও ঝরে না, যা তিনি জানেন না; আর অন্ধকারে মাটি ও শুকনো বীজও, তাজা ও শুষ্ক কিছুই নেই যা সব আল্লাহর সুস্পষ্ট গ্রন্থে লেখা নেই।"[৬৭]

❁ **কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন নেই :**

"কোনো কিছুই মহান আল্লাহর কাছে গোপন নয়" –এই বিশ্বাস ইসলামের অন্যতম মৌলিক 'আক্বিদাহ্।

কুরআনুল কারীমের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সবকিছু জানে। গোপন, প্রকাশ্য, হৃদয়ের কথাও তাঁর অগোচরে নয়।

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾

"তারা কি জানে না যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে।"[৬৮]

﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনের গায়েব (অদৃশ্য) বিষয়সমূহ জানেন।"[৬৯]

﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾

"তুমি কথা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, নিশ্চয়ই তিনি গোপন ও আরো গোপন বিষয়ও জানেন।"[৭০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা ও দেহের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও 'আমলের দিকে তাকান।"[৭১]

অর্থাৎ- মানুষ যা দেখে না, আল্লাহ তা'আলা সেই লুকানো নিয়ত ও মনোভাবও জানেন।

❁ সর্বশেষ যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এমন জান্নাতির প্রাপ্তি : তাকে দুনিয়ার সমান রাজত্ব দেওয়া হবে; বরং দশগুণ বেশি এবং সে জান্নাতে যা চাবে তাই পাবে।[৭২]

অত্র হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কতই না ক্ষমতাধর।

আল-কুরআনে রব প্রসঙ্গ : আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'আলা স্বয়ং তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন সূরা আল-ইখলাস-এ–

---

[৬২] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৬৩] *বাইহাক্বী- আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[৬৪] *সূরা আল-কাহ্ফ : ১৭।*
[৬৫] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৪৯।*
[৬৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- সহীহ।*
[৬৭] *সূরা আল-আন'আম : ৫৯।*
[৬৮] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৭৭।*
[৬৯] *সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৮।*
[৭০] *সূরা ত্বা-হা- : ৭।*
[৭১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৩/২৫৬৪।*
[৭২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৬।*

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۞ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বলুন, তিনিই আল্লাহ, একমাত্র। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী তিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

এছাড়াও সূরা আল-বাক্বারাহ'র ২৫৫ নং আয়াতে অর্থাৎ- আয়াতুল কুরসিতে তাঁর পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন–

﴿اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾

"আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী (সকল কিছুর ধারক ও সংরক্ষক)। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনো গ্রাস করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছ যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পেছনে যা আছে। তাঁর জ্ঞানের কোনো অংশ তারা আয়ত্ত করতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত। তাঁর কুরসি (সিংহাসন) আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে, আর সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সর্বোচ্চ, মহান।"

রব সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব : রবের জ্ঞান মানুষকে অহংকার থেকে বিনয়ের পথে পরিচালিত করে, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে। এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর সাহস জোগায় এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

এছাড়া সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন, রবের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ﴾

"পড়ো! তোমার সেই প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৭৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

"অতএব জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্যও ক্ষমা চাও। আল্লাহ জানেন তোমাদের চলাফেরা ও স্থায়ী অবস্থান।"[৭৪]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই তাওহীদের জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ- "জেনে রাখো" মানে হলো বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে বুঝে নেওয়া যে, সত্যিকার ইলাহ (উপাস্য) কেবল মহান আল্লাহই।

তারপর নবী (ﷺ)-কে এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদের সবাইকে শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়াও কবরের প্রথম প্রশ্নই হলো রব সম্পর্কে অর্থাৎ- তোমার রব কে?

রব মহান আল্লাহর একটি গুণ : اللهُ, এটি আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত নাম এই নাম ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার অনেক সেফাতি নাম রয়েছে, সে সমস্ত গুণে তিনি গুণান্বিত। যেমন- সহীহুল বুখারী'র এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, অর্থাৎ- একশত থেকে এক কম। যে ব্যক্তি সেগুলো সংরক্ষণ করবে (অর্থাৎ- মুখস্থ করবে, বুঝবে, বিশ্বাস করবে এবং 'আমলে আনবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭৫]

উল্লেখ্য যে, এই ৯৯টি নাম ছাড়াও তাঁর আরো নাম রয়েছে।

উপসংহার : যে ব্যক্তি তার রবকে চিনবে সে বুঝবে আল্লাহ অশেষ দয়ালু, ক্ষমাশীল, কল্যাণকামী। তখন তার হৃদয়ে ভালোবাসা, আশা, ভয় ও অনুগত্য সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এমন জ্ঞান দান করেন যাতে আমরা রবকে চিনি এবং তাকে যেন আমরা একমাত্র ইলাহ হিসাবেও মানতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

---

[৭৩] *সূরা আল-'আলাক্ব : ১।*

[৭৪] *সূরা মুহাম্মদ : ১৯।*

[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৩৬ ও সহীহ মুসলিম- ৬/২৬৭৭।*

শা'বান মাসে একজন মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয়

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী*

হিজরি সনের ৮ম মাস হচ্ছে শা'বান মাস। তারপরই আসে বছরের শ্রেষ্ঠ মাস রমাযান। সে হিসেবে মুসলিমের জীবনে এ মাসের যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। দীর্ঘ এক মাস তাকে সিয়াম সাধনা করতে হবে। এর জন্য মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) রমাযানের প্রস্তুতি স্বরূপ অন্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখতেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَصُومُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ.

আমি রাসূল (ﷺ)-কে রমাযান ব্যতীত অন্য কোনো পূর্ণ মাস সাওম রাখতে দেখিনি। আর তাঁকে আমি শা'বান মাসের চেয়ে অধিক নফল রোযা অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখিনি।[১]

সুতরাং শা'বান মাসে আমরাও রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী বেশি বেশি করে রোযা রাখব এবং আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দু'আ করব, তিনি যেন আমাদেরকে রমাযান পর্যন্ত হায়াত দান করেন এবং রমাযানের ফযীলাত ও বরকত হাসিল করার তাওফীক্ব দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই শা'বান মাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে মধ্য শা'বানের রাতে নফল নামায আদায় করা এবং পরের দিন সিয়াম পালন করার চিরাচরিত নিয়ম প্রচলিত আছে। যদিও রাসূল (ﷺ) থেকে এই রাতের নফল সালাম এবং দিনের বেলা সাওম রাখার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। এ রাতকে আমাদের দেশের পরিভাষায় শবে বরাত বলা হয়ে থাকে। আসলে শবে বরাত নামে কুরআন, হাদীস এমনকি ফিকহের কিতাবসমূহেও কোনো রাত আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ রাত সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে সমস্ত বিদ'আতী বিশ্বাস ও 'আমল রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন।

শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণা

শবে বরাত পালনকারীদের বক্তব্য হলো, শবে বরাতের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সূরা আদ্ দুখা-ন-এর ৩-৪ নং আয়াতকে তারা দলিল হিসাবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

"আমি কুরআনুল কারীমকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়।"[২] আর এ বরকতপূর্ণ রাতই হলো শবে বরাতের রাত। কতিপয় 'আলেম এভাবেই অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

তাদের এ ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এখানে বরকতপূর্ণ রাত বলতে লাইলাতুল ক্বদর উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হলো লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বা ক্বদ্‌রের রাত। যেমন- অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, কুরআনের কোনো অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা যদি অন্য কোনো আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহলে কুরআনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সূরা আল ক্বাদ্‌র-এর শুরুতে বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"আমি কুরআনকে ক্বদ্‌রের রাতে অবতীর্ণ করেছি।"[৩]

আর এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, লাইলাতুল ক্বদ্‌র রমাযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে নয়। আল্লাহ তা'আলা রমাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সূরা আল বাক্বারাহ্'য় বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

"রমাযান মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[৪] সুতরাং শবে বরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শবে বরাতের রাতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণা

শবে বরাতের 'ইবাদতের পক্ষের 'আলিমগণ বলে থাকে, এ রাতের শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। তারা দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীসটিকে পেশ করে থাকেন–

---

* *নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১] *সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ১৯৬৯।*

[২] *সূরা আদ্-দুখা-ন : ৩-৪।*

[৩] *সূরা আল-ক্বাদ্‌র : ১।*

[৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৫।*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ «أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ». قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ».

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই য'ঈফ বা দুর্বল। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন। ইমাম আত্ তিরিমিযী বলেন : আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীসটি য'ঈফ।[১]

এছাড়াও নির্দিষ্টভাবে এ রাতে আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহ্বান জানানোর হাদীসটি সুনানের কিতাবে য'ঈফ ও জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী। অন্যত্র আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ له.

আল্লাহ প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক আছে কি? অমুক আছে কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন।[২]

সুতরাং জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সহীহ হাদীসের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে শবে বরাতের রাতে মহান আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার 'আক্বীদাহ্ পোষণ করা এবং সে রাতে বিশেষ 'ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

মৃত ব্যক্তির রূহ্ দুনিয়াতে আগমনে বিশ্বাস

শবে বরাত পালনের পিছনে যুক্তি হলো, এ রাতে মানুষের মৃত আত্মীয়দের রূহ্সমূহ দুনিয়াতে আগমন করে থাকে। তাই অনেকে এই রাতে মৃত ব্যক্তিদের রূহের মাগফিরাতের জন্য দান-খয়রাত করে থাকে। এটি একটি অবান্তর ধারণা, যা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

"ওদের (মৃতদের) পিছনে রয়েছে অন্তরায়, তারা সেখানে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করবে।"[৩]

এ রাত্রে মানুষের ভাগ্য লিখা হয় বলে ধারণা

যারা শবে বরাত পালন করে, তারা জোর দিয়ে বলে থাকেন, এটি হচ্ছে ভাগ্য রজনী। এ রাতে আগামী এক বছরে কারা মৃত্যু বরণ করবে, কারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদের তালিকা করা হয় এবং কে কি রোজগার করবে। তারও তালিকা করা হয়। কিন্তু তাদের এ ধারণাটিও ঠিক নয়। এ কথার পিছনে কুরআন হাদীসের কোনো দলিল নেই। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

"আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের তাকদীর লিখে রেখেছেন।"[৪]

শবে বরাতের কতিপয় বিদ'আতী 'আমল

হালুয়া-রুটি বিতরণ : শবে বরাতকে কেন্দ্র করে হালুয়া-রুটির যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাও বিদ'আত।

এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খণ্ডন : এ রাতে রাসূল (ﷺ) বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন। তাই আমাদেরকেও এ রাতে কবর যিয়ারত করতে হবে। এ মর্মে ইবনু মাজাহ্তে বর্ণিত হাদীসটি য'ঈফ। হাদীসের সনদে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত নামক একজন য'ঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

একশত রাক'আত সালাতের ভিত্তি খণ্ডন : এ রাতে একশত রাক'আত সালাতের ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে, তার সবই জাল বা বানোওয়াট। এ নামায সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাফিয ইরাকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : নিসফে শা'বানের রাতের নামায রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মিথ্যা রচনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় কিতাব মাজমুতে বলেন : মধ্য শা'বানের রাত্রিতে সালাতুর রাগায়েব নামে যেই একশ রাক'আত সালাত পড়া হয়, তা বিদ'আত।

একশত রাক'আত সালাত পড়ার বিদ'আতটি মূলত ৪৪৮ হিজরিতে সর্বপ্রথম জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। ইমাম মাকদেসী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ৪৪৮ হিজরিতে বাইতুল মাকদিসে আমাদের নিকট ইবনু আবী হুমাইরাহ্ নামক একজন লোক আগমণ করল। তার তিলাওয়াত ছিল খুব সুন্দর। অর্ধ শা'বানের রাতে সে মসজিদে আকসায় সালাত দাঁড়িয়ে গেল। তার পিছনে একজন এসে দাঁড়াল। তারপর আরেকজন আসলো। এভাবে এক, দুই তিন করে নামায শেষ করা পর্যন্ত বিরাট এক

---

[১] *জামি' আত্ তিরমিযী- মা. শা., হা. ৭৩৯, য'ঈফ।*
[২] *বুখারী- মা. শা., হা. ১১৪৫, মুসলিম- মা. শা., ১৬৮/৭৫৮।*
[৩] *সূরা আল-মু'মিনূন : ১০০।*
[৪] *সহীহ মুসলিম- মা. শা., হা. ১৬/২৬৫৩।*

জামা'আতে পরিণত হলো। পরবর্তীতে মসজিদের ইমামগণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযও চালু করে দেয়।[১]

বর্তমানে পাক-ভারত বাংলাদেশে এই নামাযকে শবে বরাতের নামায বলা হয়। শবে বরাত উপলক্ষে আমাদের দেশের রেডিও, টেলিভিশন, ওয়াজ মাহফিল ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শবে বরাতের পক্ষে বিশেষ প্রচারণা চালনা হয় এমনকি ঐ দিন সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়। এর পক্ষে ব্যাপক প্রচারণার ফলে সকল শ্রেণির মানুষই শবে বরাত পালন করে থাকে। এমনকি যারা সারা বছর ফর্‌য নামায আদায় করে না। এমনকি জুমু'আর নামাযও আদায় করে না তারাও শবে বরাতের নামায আদায় করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে এমনও দেখা যায় যে কোনো মুসল্লি সারারাত শবে বরাতের নামায আদায় করার পর ঐ দিনের ফজরের নামাযও পড়ার গুরুত্ব অনুভব করে না।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, আরব দেশসমূহে এর তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র সৌদি আরবে শবে বরাত পালনের কোনো অস্তিত্বই দেখা যায় না। মক্কা-মদীনার সম্মানিত ইমামগণের কেউ কোনো দিন শবে বরাত উদযাপন করার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করেন না। কারণ তারা ভালো করেই জানেন যে এটা দীনের কোনো অংশ নয়; বরং তা একটি নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। ইসলামে যদি এর কোনো অস্থিত্ব থাকত, তাহলে পৃথিবীর সকল স্থানেই এটি পালিত হত। দলিল প্রমাণের মাধ্যমে যে বিষয়টি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত হবে, পৃথিবীর সকল স্থানেই তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। আর যেটি বিদ'আত হবে, তা কোথাও পাওয়া যাবে, আবার কোথাও পাওয়া যাবে না এবং সব জায়গায় একইরূপে পাওয়া যাবে না।

নিসফে শা'বানের রাতের নামায সম্পর্কে বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি ফাতওয়া

আল্লামা 'আব্দুল 'আযীয বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)-কে নিসফে শা'বানের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো– এ রাতে বিশেষ কোনো নামায আছে কি-না?

উত্তরে তিনি বলেন : অর্ধ শা'বানের রাত সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও য'ঈফ, যার কোনো ভিত্তি নেই। আর এটি এমন রাত্রি, যার অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা নেই। তাতে কুরআন পাঠ, একাকী কিংবা জামা'আত বদ্ধ হয়ে কোনো নামায আদায় করা যাবে না।

কতিপয় 'আলিম এই রাতের যে ফযীলাতের কথা বলেছেন, তা দুর্বল। সুতরাং এ রাতের কোনো অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য নেই। এটিই সঠিক কথা।

[১] দেখুন : الباعث على انكار البدع والحوادث ١٢٤-١٢٥।

ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলাতে অনেকগুলো দুর্বল হাদীস এসেছে। সবগুলো হাদীস এক সাথে মিলালে সহীহর স্তরে পৌঁছে যায়।[২] তবে তিনি এ রাতে বিশেষ কোনো 'ইবাদত করাকে বিদ'আত বলে উল্লেখ করেছেন এবং কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন।[৩]

শবে বরাতের সাওম

শবে বরাতের সাওম রাখার প্রমাণ স্বরূপ যে হাদীসটি পেশ করা হয়ে থাকে।

عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا. فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

ইমাম ইবনু মাজাহ্ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের সনদে ইবনু আবূ সাব্রাহ নামক একজন জাল হাদীস রচনাকারী রাবী থাকার কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং হাদীসটি মাউযূ' বা সম্পূর্ণ বানোয়াট।[৪]

সুতরাং মুসলিম জাতির উচিৎ এ বিদ'আত থেকে বিরত থাকা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এ বিদ'আতকে বিদ'আতে হাসানাহ্ বলে থাকে। আসলে বিদ'আতে হাসানাহ্ বলতে কিছু নেই। ইসলামের নামে তৈরিকৃত সকল বিদ'আতই মন্দ, হাসানাহ্ বা ভালো বিদ'আত নামে কোনো বিদ'আতের অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ﷺ) বলেন :

«وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

"প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হলো জাহান্নাম।"[৫] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলে থাকে।"[৬]

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন। আল্লাহ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এ দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।"[৭]

[২] *সিলসিলায়ে সহীহাহ্- হা. ১১৪৪।*
[৩] *দেখুন : ইমাম আলবানীর ফাতওয়া সিরিজ।*
[৪] *সিলসিলায়ে যা'ঈফাহ্- হা. ২১৩২।*
[৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ।*
[৬] *দেখুন : الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع পৃ. ২১-২১।*
[৭] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

"তোমাদের রাসূল তোমাদেরকে যে বিষয়ের আদেশ করেন, তা তোমরা পালন করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।"[১] আল্লাহ আরও বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"[২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا ما تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা সে অনুযায়ী 'আমল করবে, ততদিন তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি তাঁর রাসূলের সুন্নাত।[৩] ইরবায ইবনু সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন :

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ «أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ».

"একদিন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে সলাত পড়লেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। এতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। তখন এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! সম্ভবতঃ এটিই বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং আমাদেরকে আপনি কিসের উপদেশ দিচ্ছেন? রাসূল (ﷺ) বললেন : আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার এবং আমীরের কথা শ্রবণ এবং তা মানার উপদেশ দিচ্ছি। আমীর যদিও একজন হাবশী গোলাম হয়। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ি রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"[৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ، فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا، فَقَالُوْا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : «أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : তিনজন লোক নবী (ﷺ)-এর 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে তাঁর স্ত্রীদের বাড়িতে আসলেন। তাদেরকে নবী (ﷺ)-এর 'আমল সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হলে তারা নবী (ﷺ)-এর 'আমলকে খুব কম মনে করল। তারা বললেন : আমরা কি রাসূল (ﷺ)-এর সমান হতে পারবো? কেননা তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বললেন : আমি সারা জীবন রাতের বেলা নামায আদায় করবো। আরেকজন বললেন : আমি সারা জীবন সাওম রাখবো। কখনই রোযা ছাড়বো না। অন্যজন বলল : আমি স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবো। কখনই তাদের সাথে মিলিত হবো না। নবী (ﷺ) তাদের কথা শুনার পর তাদের কাছে গিয়ে বললেন : তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা বলোনি? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি, রোযা থেকে বিরত থাকি, নামায পড়ি, নিদ্রা যাই আবার স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে বিমুখ হবে, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৫]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, শবে বরাত নামে কোনো রাত নেই। মধ্য শা'বানের রাতে আলাদা কোনো 'ইবাদতও নেই। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, দীনের ক্ষেত্রে সকল বিদ'আত পরিহার করে কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবিক তাদের সকল 'আমল সংশোধন করে নেয়া। মহান আল্লাহই তাওফীক্ব দানকারী।

---

[১] *সূরা আল-হাশ্‌র : ৭।*
[২] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ৩১।*
[৩] *মু'আত্তা ইমাম মালিক- হা. ৬৪।*
[৪] *সুনান আবূ দাঊদ- মা. শা., ৪৬০৭; জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ৫০৬৩।*

الحياة المستنيرة / আলোকিত জীবন :

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

[দ্বিতীয় পর্ব]

জন্ম ও জন্মস্থান পরিচিতি : অষ্টম শতব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের রাজধানী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাগদাদ। এই বাগদাদের একটি উল্লেখযোগ্য মহল্লার নাম দারবে হাবীব (درب حبيب)।[১]

ইব্নুল জাওযী বাগদাদের দারবে হাবীব নামক স্থানে কোনো এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তবে কত হিজরি সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে জীবনী লেখকগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান 'আলী আন-নাদভী ঐতিহাসিকগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ইবনুল জাওযী ৫০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন[৩]।

ইবনুল জাওযীর জীবনী লেখক 'আব্দুল 'আযীয আল-গায্যূলী বলেন, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কারো কারো মতে, তিনি ৫০৮ মতান্তরে ৫০৯ অথবা ৫১০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি সম্ভবতঃ ৫০৮ হিজরি থেকে ৫১৭ হিজরি সালের অন্তর্বর্তী কোনো এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] ইবনুল জাওযী নিজেও তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তাঁকে তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি অনেকটা অস্পষ্ট জবাব দিতেন।[৬]

আদ-দুবায়সী আরো বলেন, আমি ইব্নুল জাওযীর ভাই 'উমারকে তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তিনি সম্ভবতঃ ৫০৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] ইমাম কাদেসীও ৫০৮ হিজরির কথা উল্লেখ করেছেন।[৮] বিখ্যাত জীবনীকার হাফিয ইবন কাসীর[৯] (মৃত্যু : ৭৪৪ হি.)-এর মতে, তিনি ৫১০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

---

* *পিএইচডি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।*

[১] দারবে হাবীবের পরিচিতি : (درب حبيب) শব্দের 'দাল' অক্ষরটি ফাতহা বিশিষ্ট এবং 'রা' অক্ষরটি জযম বিশিষ্ট করে দারব পড়া হয়। দারব হাবীব বাগদাদের একটি স্থানের নাম।
দ্র. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান*- ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা. বি), পৃ. ৫১০।

[২] ইবনু রাজাব, *কিতাবুয-যায়ল 'আলা তবাকাতিল হানাবিলা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; *ইবনুল জাওযী*, নাওয়াসিখুল কুরআন (মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল মাজলিসুল 'ইলমী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫; *মিরআতুয-যমান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১০।

[৩] মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী, *তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত*, ১ম খণ্ড (লাক্ষ্ণৌ : মাজলিছে তাহ্ক্বীক্বাতি ওয়া নাশরিয়্যাতি ইসলাম, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২২৫।

[৪] *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৯-২০; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[৫] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*- তৃতীয় মুদ্রণ, জুন/১৯৯৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; *দায়িরাতুল মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ্*- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

[৬] প্রাগুক্ত।

[৭] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*- ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

[৮] ইবনু রজব, *আয-যায়ল তবাকতিল হানাবিলা*- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০।

[৯] ইবনু কাসীর : ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবনু 'উমার ইবনু কাসীর (*) সিরিয়ার বাসরা শহরের মাজদাল নামক গ্রামে ৭০১ হিজরিতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁরি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'আব্দুল ওয়হ্হাব (মৃত্যু : ৭৫০ হি.) তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৭১১ হিজরিতে আল-কুরআন মুখস্ত করেন। অতঃপর তিনি ফিক্হ, হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সমকালীন প্রথিতযশা পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন শীর্ষস্থানীয়

ইবনুল জাওযীর দৌহিত্র সিব্ত ইবনিল জাওযী (মৃত্যু : ৬৮৪ হি.) তাঁর নানার জন্ম সাল ৫১০ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন। এটি তার গবেষণার ভিত্তিতে বলা তাহক্বীক করে নয়। কেননা তিনি তার নানাকে তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার সঠিক মনে নেই তবে আনুমানিক ৫১০ হিজরি সনে।[২]

ইবনুল জাওযীর লিখিত কিতাবে আরো পাওয়া যায় যে, ৫২৮ হিজরিতে তিনি ওয়াজের জন্য কিতাব রচনা করেন আর তখন তার বয়স হয়েছিল ১৭ বছর। অর্থাৎ- তার জন্ম ৫১১ হিজরিতে।[৩] ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী বলেন, ইবনুল জাওযী ৫১০ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] ইমাম আয-যাহাবী, আবূ মুহাম্মদ আদ-দুবায়সীর (মৃত্যু : ৬৩৭ হি.) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন যে, আদ-দুবায়সী ইব্নুল জাওযীকে তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তদোত্তরে বলেছিলেন, তাঁর জন্ম সাল সম্ভবতঃ ৫১০ হিজরি।[৫]

ইব্নুল কুতাইয়ী বলেন, আমি ইব্নুল জাওযীকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার জন্ম কত সালে? তিনি বলেন, আমার সঠিক মনে নেই তবে আমি এটা জানি যে, আমার যে বছরে প্রথম ইহতিলাম হয়, সেই বছরেই আমাদের প্রিয় শায়খ ইবনুয-যাগূনী মৃত্যুবরণ করেন। ইব্নুল কুতাইয়ী বলেন, ইবনুয-যাগূনী ৫২৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। সে হিসাব তার জন্ম ৫১০ হিজরির পর।[৬]

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ৫১০ হিজরিকে ইব্নুল জাওযীর জন্ম সাল বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্নুল জাওযী নিজে নিশ্চিত না হয়েও তাঁর জন্ম সাল ৫১০ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] ইব্নুল জাওযীর দৌহিত্র সিব্ত ইব্নুল জাওযীও তাঁর নানার জন্ম সাল ৫১০ বলে উল্লেখ করেছেন। এসব বর্ণনার আলোকে অনেক ঐতিহাসিক তাঁর জন্ম সাল ৫১০ হিজরি হওয়াটাই অধিকতর যৌক্তিক বলে মনে করেন।[৮]

কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন তাঁর জন্ম হয়েছে ৫১০ হিজরির পরে। তাঁরা বলেন, ইব্নুল জাওযী ৫২৮ হিজরিতে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর।[৯] আদ-দুময়াত্বী বলেন, আমি ইব্নুল

মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহগণের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে যুগ শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও মুফাস্সিরের আসনে অধিষ্ঠিত হন। এছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনে অধ্যাপকে পদ অলংকৃত করেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ মহান জ্ঞান তাপস ৭৭৪ হিজরিতে ইন্তিকাল কারেন এবং তাঁকে দামিশকে স্বীয় শিক্ষক ইমাম ইবন তায়মিয়ার পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

দ্র. 'উমার রিযা কাহহালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড, (বৈরূত : দারুল ইহইয়াইত তু'রাছ আল-'আরাবী, তাবি), পৃ. ২৮৩-২৮৪; ইবন আসাকির, *আদ-দুবারুল কামিনাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৭; তাশ কুবরা যাদাহ, *মিফতাহুস সা'আদাহ ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২০৪; *শাযারাতুয যাহাব ফী আলবারি মান যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩১; খায়রুদ্দীন আলূসী, *জালাউল 'আইনাইন* (আল-মাদানী প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৩৪; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮০; *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৪, ২৫২।

[১] *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২; *মিরআতুয-যামান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

[৩] ইবনু রজব, *আয-যায়ল তবাকতিল হানাবিলা-* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০; *কিতাবুল মাওযূ'আত-* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[৪] ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী, হাদিয়াতুল *'আরিফীন ওয়া আসমাউল মুআল্লিফীন ওয়া আছারুল মুসান্নিফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫২০।

[৫] মূল আরবী :

سنة عشر سالته عن مولده غير مرة يقول يكون تقريبا.

দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-* ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; ইব্নুল জাওযী- পৃ. ২০।

[৬] ইবন রজব, *আয-যায়ল তবাকতিল হানাবিলা-* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০।

[৭] ইব্নুল জাওযী- পৃ. ২০।

[৮] যেমন- ইবনু নাজ্জার বলে,

نقلت من خط الن الجوزى يقول لا احقق مولدى غير ان والدى مات فى بعسنة أر عشرة وقالت الوالدة كان لك من العمر نحو ثلاث سنين.

দ্র. আদ দুবায়সী, *যায়লু তারীখে মাদীনাতিস সালাম বাগদাদ*, ১৯শ খণ্ড, (বাগদাদ : ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৬।

[৯] ইবন রাজাব, *আয-যায়ল 'আলা ত্বাকাতিল হানাবিলা-* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

জাওযীর লিখিত কিতাব হতে নকল করে বলছি ইব্নুল জাওযী তার কিতাবে বলেছেন, আমার জন্মসাল সঠিক মনে নেই তবে আমার পিতা ৫১৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আর আমার মাতা আমাকে বলেন, আমার পিতা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তোমার বয়স হয়েছিল ৩ বছর। সে হিসাবে ইব্নুল জাওযীর জন্ম ৫১১ হিজরি।[১]

ইবন নাজ্জারও (মৃত্যু : ৬৪৩ হি.) পিতার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৫১১ হিজরিতে জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] ইব্নুল জাওযীসহ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্যের কারণে তাঁর জন্ম সাল সুনির্দিষ্টাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে ইব্নুল জাওযীর নিজের উক্তি এবং তাঁর নাতি সিব্ত ইব্নুল জাওযীর বক্তব্যের আলোকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইব্নুল জাওযীর জন্ম সাল ৫১০ হিজরিকে নির্ধারণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

ইব্নুল জাওযী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। 'আব্বাসী খিলাফাত 'আমলেও এটি মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।[৩] ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা আল-মানসূর বাগদাদে নতুন রাজধানীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[৪] বাগদাদ নগরী টাইগ্রীস নদী দ্বারা বিভক্ত। টাইগ্রীস নদীর উভয় পার্শ্বে বাগদাদ নগরী অবস্থিত। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ আধুনিক 'ইরাকের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।[৫]

বাগদাদের যে স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে প্রাচীন সাসানীয় আমলে ছিল 'বাগদাদ' নামেই এক গ্রাম।[৬] বাগদাদ নাকরণের কারণ হিসেবে হামযাহ্ ইবনু হাসাদন বলে, বাগদাদ ফরসী শব্দ। এটি বাগ এবং দাদবিয়হ শব্দদ্বয় সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তিনি এর কারণ হিসেবে বলেন, খলীফা আল-মানসূর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শহরের এক অংশে দাযওয়াইহ নামে এক পারস্যবাসীর একটি বাগান ছিল। বাগানের সাথে তার নাম সম্পৃক্ত করে এ শহরের নামকরণ করা হয় বাগদাদ।[৭] আরো কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে বাগদাদ একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সুদূর চীন থেকে বণিকগণ বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সেখানে গমন করে বিপুল লাভসহ দেশে ফিরে যেত। সে সময়কার চীনের সম্রাটের নাম ছিল বাগ। তাই তারা দেশে ফিরে গিয়ে বলত, বাগদাদ অর্থাৎ- আমাদের এ বিপুল অর্থ উপার্জন সম্রাটের দান। আর এর থেকেই বাগদাদ নামের উৎপত্তি।[৮] বাগদাদ শব্দের অর্থ নিয়েও নানা মত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, 'বাগদাদ' অর্থ 'মহান আল্লাহর দান'।[৯] কারো মতে, 'বাগদাদ' অর্থ 'ভেড়ার খোঁয়াড় বা ঘর'।[১০] ইয়াকূত আল হামাবী উল্লেখ করেন, বাগ অর্থ বাগান এবং দাদ এক ব্যক্তির নাম। সুতরাং বাগদাদ অর্থ দাদের বাগান। কেউ কেউ বলেন, বাগ একটি মূর্তির নাম এবং দাদ অর্থ দান করেছে। এটি পূর্বাঞ্চলীয় এক মূর্তি উপাস্যককে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হলে সে বলল, বাগদাদ অর্থাৎ- আমাকে একটি মূর্তি দান করেছে।[১১] খলীফা আল-মানসূর নতুন রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে অধিকতর সুবিধাজনক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান সন্ধান করতে থাকেন। তিনি অনেক জায়গা দেখে তা বাতিল করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বাগদাদকে নতুন রাজধানীর জন্য পছন্দ করেন।[১২] অবশেষে সতর্কতার সঙ্গে তিনি সামরিক, অর্থনৈতিক ও আবহাওয়াগত

---

[১] আদ-দুমইয়াত্বী, *আল-মুস্তাফাদু মিন যায়লি তারীখি বাগদাদ*, পৃ. ৪১৮; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[২] *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ২০; *আল-মুসতাফাদ মিন যায়লি তারীখে বাগদাদ*, ১মশ খণ্ড, পৃ. ১৫৬; *আন-নুজূমুয-যাহিরাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

[৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), পৃ. ৩৬২।

[৪] ফিলিপ কে. হিট্টি, 'আরব জাতির ইতিহাস (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩২৯;*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

[৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

[৬] পি. কে. হিট্টি, 'আরব জাতির ইতিহাস, পৃ. ৩২৯।

[৭] মূল আরবী :

قال حمزة بن الحسن بغداد اسم فارسى معرب عن باغ داذوية لأن بعض رقعة مدينة المنصور كان باغا لرجل من الفرس إسمة داذويه.

দ্র. *মু'জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪১।

[৮] *মু'জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪২।

[৯] পি. কে. হিট্টি, '*আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

[১০] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

[১১] *মু'জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪১।

[১২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; পি. কে. হিট্টি, '*আবর জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯।

সুবিধাসহ সম্ভাবনাময় সকল দিক বিবেচনা করে রাজধানী স্থাপনের জন্য উর্বর সমভূমিতে অবস্থিত বাগদাদ স্থানটি পছন্দ করেন। সেখানকার নদীর উভয় তীরে কৃষি কাজ খুবই ভালো হতো। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তুলনামূলকভাবে উন্নত। বিভিন্ন দিক থেকে রাস্তা এসে এখানে মিলিত হওয়ায় অতি সহজে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হত। বাগদাদ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত এ নগরীর আবহাওয়া ছিল সহনীয় ও স্বাস্থ্যকর।[১]

বাগদাদ নগরীর নির্মাণ শেষ করতে প্রায় চার বছর (৭৬২/১৪৫ হি.- ৭৬৬/১৪৯ হিজরি) অতিক্রান্ত হয়।[২] এর নির্মাণ কার্যে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়েছিল। কারো মতে নগর নির্মাণ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল তৎকালীন ১ কোটি ৮০ লক্ষ দীনার। কারো মতে, ব্যয় হয়েছিল ৪০ লক্ষ ৮ শত ৮৩ দিরহাম।[৩] আবার কেউ কেউ বলেন, আল-মানসূর এ নগর নির্মাণে খরচ করেন ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার দিরহাম।[৪] তিনি এর নির্মাণ কার্যে এক লক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ কারুশিল্পী নিয়োগ করেছিলেন।[৫]

বাগদাদ নগরীর অপর নাম মদীনাতুস সালাম। কারণ টাইগ্রীস নদীকে বলা হয় ওয়াদিউস সালাম। আর বাগদাদ নগরী টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় এটিকে মদীনাতুস সালাম বলা হয়।[৬] মূসা ইবনু ‘আব্দিল হামীদ বলেন, আমি ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু আবী রাওয়াদের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোত্থেকে এসেছো? লোকটি বলল, বাগদাদ থেকে এসেছি। এরপর তিনি বললেন, বাগদাদ বলো না। কারণ বাগ অর্থ মূর্তি এবং দাদ অর্থ দিয়েছে। সুতরাং তুমি এর পরিবর্তে মদীনাতুস সালাম বলো। কেননা আল্লাহ তা‘আলার এক নাম আস-সালাম এবং সমস্ত শহর তাঁরই মালিকানাধীন।[৭] খলীফা আল-মানসূর বাগদাদ নগরীর নাম দেন মদীনাতুস্ সালাম (শান্তির নগর)।[৮] সরকারী দলিলপত্র, মুদ্রা ও ওযন করার পাথরে এ নাম খুদিত হয়।[৯] টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এ শহরে প্রাচীন পৃথিবীর অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও অপূর্ব দৃশ্যাবলীর সমাহার ঘটেছে।[১০] বৃত্তের গোলাকৃতিতে শহরটির অবকাঠামো স্থাপিত হয়েছে।[১১] তাই একে ‘গোল শহর’ হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১২] খলীফা আল-মানসূর শহরটির সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এতদ্দুদ্দেশ্যে একটি গভীর ও প্রশস্ত পরীখা খনন করা হয় যা সমগ্র শহরকে ঘিরে ছিল। এরপর দু’টি প্রাচীর দ্বারা পুরো শহরকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছিল। আরেকটি তৃতীয় প্রাচীর ভিতরের সুপ্রশস্ত খোড়া জায়গাকে পরিবৃত্ত করে রেখেছিল।[১৩] তৃতীয় প্রাচীরের ভিতর শুধুমাত্র খলীফার প্রাসাদ, বিশাল জামি‘ মসজিদ, দীওয়ানসমূহ, খলীফার পুত্রগণের বাসস্থান এবং দু’টি সাকীফা-একটি গার্ড প্রধানদের জন্য এবং অপরটি পুলিশ প্রধানের জন্য নির্মিত হয়েছিল।[১৪] প্রাচীরগুলোতে

---

[১] *ইসলামী বিশ্বকোষ* ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

[২] পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

[৩] *মু‘জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

[৪] পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯; আল-খাতিব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদী*, ১ম খণ্ড (কায়রো : মাকতাবাতুল খানাজী, তা.বি.), পৃ. ৬৯-৭০; মু‘জামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫।

[৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ ৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯; আল-খাতিব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭।

[৬] *মু‘জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪১-৫৪২।

[৭] মূল আরবী :

قال موسى بن عبد الحميد كنت جالسا عند عبد العزيز بن ابى روّاد فاتاه رجل فقال له من اين انت فقال له من بغداد فقال لاتقل بغداد فان بغ صنم و داد أعطى و لكن قل مدينة السلام فان الله هو السلام و المدن كلها له.

দ্র. *মু‘জামুল বুলদান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪২।

[৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯; আল-খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭।

[৯] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

[১০] পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯।

[১১] প্রাগুক্ত; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

[১২] পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯।

[১৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; পি. কে. হিট্টি, ‘*আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯।

[১৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

ছিল সমান দূরত্বে চারটি করে সমান মাপের দরজা বা ফটক। সমদূরত্বের চারটি দরজা থেকে শুরু হয়েছিল চারটি জাতীয় সড়ক। গোলাকার শহরের মাঝখানে খলীফার প্রাসাদ থেকে শুরু করে গোটা নগরটা ঘুরলে চাকার দণ্ডের মতো মনে হতো চারটি কোণকে।[১] খলীফার প্রাসাদের উপরে ছিল একটি সুউচ্চ গম্বুজ। এ গম্বুজের উপরে বসানো ছিল আরোহীসহ একটি ঘোড়ার মূর্তি।[২] ৩২৯/৯৪১ সালে এক ঝড়ের রাতে সম্ভবত বজ্রপাতের ফলে এটি অপসৃত হয়।[৩]

১৫৭ হি./৭৭৩ খ্রি. খলীফা আল-মানসূর দজলা নদীর তীরে আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর সাথেই ছিল প্রশস্ত সুন্দর বাগান। তিনি এর নাম দেন কাসরুল খুলদ। খলীফা আল-মানসূর ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে নিজ পুত্র আল-মাহদীর (১৫৮-১৬৯ হি.) জন্য দজলা নদীর পূর্ব তীরে তৃতীয় আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এই বিশাল সুরৌম্য প্রাসাদগুলো শহরের শোভাবর্ধন করেছিল। ফলে কয়েক বছরেরর মধ্যে শহরটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।[৪] শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবেও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করে। অচিরেই এটি প্রাচীনকালের প্রাচ্যের রাজধানীগুলোর সমান মর্যাদা লাভ করে। মধ্য যুগে সম্ভবত কনস্ট্যান্টিনোপল ছাড়া কোনো শহরই এর সমকক্ষ হতে পারেনি।[৫]

বাগদাদ ছিল একটি প্রাসাদ নগরী। এ প্রাসাদগুলো ছিল মার্বেলের তৈরি প্রাসাদ ও অট্টালিকাগুলো প্রভূত পরিমাণে সোনা দিয়ে গিলটি ও সুসজ্জিত করা হয়েছিল। কক্ষগুলো অতি মূল্যবান বস্তু ও আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করে রাখা হতো।[৬] সলাত আদায়ের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। জামি'আল-মানসূর ছিল বাগদাদের বড় মসজিদ। পরবর্তীতে জুমু'আর মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইব্নুল জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, ৫৩০ হি./১১৩৫ ও ৫৭২ হি./১১৭৬ সালের মধ্যে জামি' আল-মানসূর ছাড়াও আরো ছয়টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৭]

শিক্ষা-দীক্ষায়ও বাগদাদ ছিল অগ্রগণ্য। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য আল-মামূন (১৯৮ হি., ৮১৩ খ্রি.-২১৮ হি./৮৩৩ খ্রি.) বাগদাদে বাইতুল-হিকমাহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল একই সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাডেমী, লাইব্রেরী ও অনুবাদ কেন্দ্র।[৮]

এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রও ছিল। এটি জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় হিসেবেও কাজ করত।[৯]

সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ এখানে অনূদিত হয় এবং এগুলো মুসলিম জ্ঞান চর্চার ভিত রচনা করে। এর সুফল বহু বিস্তৃত হয়ে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মানব সভ্যতাকে উপকৃত ও আলো দান করতে থাকে।[১০] সে সময় সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত মাদ্রাসা ছিল নিযামিয়্যাহ মাদ্রাসা। ১০৬৬ খ্রি./৪৫৯ হিজরিতে এটি স্থাপিত হয়। সেই একই সালে মাদ্রাসাতু আবী হানীফাহও প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] খলীফা আল মুস্তান্সির (মৃত্যু : ১২৪২ খ্রি./৬৪০ হিজরি) ১২৩৩ খ্রি./৬৩১ হিজরিতে মাদ্রাসা আল্ মুন্তান্সিরিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭শ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মাদ্রাসাগুলোর প্রতিটিতেই চার মাযহাবের কোনো না কোনো একটি মাযহাবের শিক্ষা গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হতো।[১২]

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

---

[১] পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩২৯-৩৩০।
[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; পি. কে. হিট্টি, '*আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩৩০।
[৩] আবুল ফারাজ 'আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০২-২০৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।
[৪] পি. কে. হিট্টি, 'আরব জাতির ইতিহাস, পৃ. ৩৩০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬, ৩৬৮।
[৫] পি. কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩৩০।
[৬] সৈয়দ আমীর'আলী, '*আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা : ঢাকা বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৮৫-১৮৬।
[৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।
[৮] পি. কে হিট্টি, '*আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৪৬২-৪৬৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।
[৯] পি. কে হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৪৬৩।
[১০] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।
[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪; *আল-মুনতাযাম*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭-৪৭০।
[১২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪।

الأدب المترجم / অনুবাদ সাহিত্য :

যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও লালন-পালন

মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী*
ভাষান্তরে- আব্দুল্লাহীল হাদী**

[চতুর্থ (শেষ) পর্ব]

বাবা-মায়ের দায়িত্ব : সন্তান এক মহান নিয়ামত। আর এ নিয়ামতের শোকর আদায় হলো তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, সঠিক লালন-পালন করা এবং বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে তাদের উপর পূর্ণ মনোযোগ ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা। যেন বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে সন্তানদের সঠিক দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।

ভালো ফলাফল অর্জনের প্রত্যাশায় এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে আমি কিছু দিকনির্দেশনা উল্লেখ করছি, আশা করি এগুলো বিবেচনা করা হবে এবং তা অনুযায়ী 'আমল করা হবে।

১. ঈমানী প্রতিপালন এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া : অর্থাৎ- সন্তানের মনে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি দৃঢ় ঈমান গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার অন্তরে সঠিক 'আক্বীদাহ্ রোপণ করা, যাতে তা হয় উত্তম চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠ আচরণের উৎস। কারণ 'আক্বীদাই হলো নাজাতের জাহাজ, নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি।

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল (ﷺ) তাঁর চাচাতো ভাই 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁর পিছনের বাহনে আরোহী ছিলেন। তিনি বললেন :

"يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك" ...

'হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি : মহান আল্লাহকে হিফাজত করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হিফাজত করবেন। মহান আল্লাহকে হিফাজত করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে...।'[১]

আর যা 'আক্বীদাহ্কে মজবুত করে এবং গভীরে প্রতিষ্ঠা করে তা হলো সময়মতো জামাতে সলাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, মহান আল্লাহর যিক্র, নবী (ﷺ)-এর সীরাহ পাঠ, সাহাবায়ে কিরাম এবং সালাফদের জীবনচরিত অধ্যয়ন এবং নিয়মিত নজরদারির, যেন সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়, অথবা 'আক্বীদার মাঝে কোনো বিদ'আত বা কুসংস্কার মিশে না যায়।

২. খাঁটি পরামর্শ ও সঠিক জ্ঞান প্রদান করা : তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ অনুযায়ী তাকে খাঁটি পরামর্শ ও সঠিক জ্ঞান প্রদান করা, যাতে তা প্রয়োজন অনুযায়ী তার জীবনে প্রভাব ফেলে, ফল দেয় এবং তার চিন্তা ও আচরণে পরিবর্তন আনে। শুধু তাকে এগুলো বলে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং এই পরামর্শগুলোর তার চিন্তা ও বাস্তব আচরণে কী প্রভাব ফেলছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। যেমন- ডাক্তার রোগীর প্রতি নজর রাখেন যতক্ষণ না তার অসুখ দূর হয় এবং সুস্থ হয়, অথবা কৃষক তার ক্ষেতের প্রতি যত্ন নেন যতক্ষণ না গাছ শক্ত হয়, ডালপালা ছড়ায় এবং ফল দেয়।

৩. সঙ্গীদের ভালো-মন্দ যাচাই করা : যুবকটি যাদের সাথে মিশছে এবং বাইরে যাচ্ছে, তাদের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কারণ যুবকরা খুব দ্রুত তার সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের সাথে মিশে যেতে চায়, আলাদা হতে চায় না। যদি তারা ভালো হয়, তবে সে তাদের মতো ভালো হবে, তাদের স্বভাব গ্রহণ করবে এবং তাদের আচরণ অনুসরণ করবে। আর যদি তারা খারাপ হয়, তবে বিষয়টি স্পষ্ট, ফলাফলও স্পষ্ট। নবী (ﷺ)-এর বাণী থেকে একটি উজ্জ্বল শিক্ষা হলো–

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (رضي الله عنه)أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : "إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ : إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ

---

* *সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*

** *সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[১] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৫১৬, সহীহ।*

تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً".

আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "ভালো সঙ্গী এবং খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ মিসক বহনকারী ও কামারের হাপরের মতো। মিসক বহনকারী হয়ত তোমাকে উপহার দেবে, নয়ত কিনে নেবে, নয়ত তার সুগন্ধ পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার পোশাক পুড়িয়ে দেবে, নয়ত দুর্গন্ধ পাবে।"[১]

বাবা-মা বা অভিভাবকের কোনো তত্ত্বাবধান ছাড়া যুবককে বেপরোয়া ছেড়ে দেওয়া, যখন ইচ্ছে বের হওয়া এবং যার সাথে ইচ্ছে মিশা এটা ভালো তরবিয়ত নয়, দায়িত্ববোধেরও পরিপন্থী এবং আমানতের খিয়ানত।

৪. সন্তানদের সময়ের ব্যবস্থাপনা এবং পড়াশোনার সময় নির্ধারণ : তাদেরকে সময়ের মূল্য বোঝানো, যে সময়ই জীবন, আর কোনো উপকার ছাড়া সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। এভাবে তারা সময়ের প্রতি সতর্ক হবে, যেমন- কৃপণ তার সম্পদের প্রতি সতর্ক থাকে, ভীরু তার প্রাণের প্রতি সতর্ক থাকে এবং এভাবে তারা উপকারী কাজে সময় ব্যয় করবে।

শিক্ষাগতভাবে এটা জানা আছে যে, অবসর সময় এবং নিষ্পাপ বিনোদনের জন্য কিছু সময় রাখা জরুরি; কারণ সবকিছু একই গতিতে চললে তা বিরক্তি, ক্লান্তি ও একঘেয়েমি আনে। আর মন যখন ক্লান্ত হয়, তখন বোধশক্তি কমে যায়। অল্প সময়ের বিনোদন নতুন উদ্যম আনে, ইচ্ছাশক্তি বাড়ায় এবং অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়।

নিষ্পাপ বিনোদনের উপায়গুলো আপনি নিজেই ভালো জানেন এবং সেগুলো বেছে নিতে সক্ষম।

৫. সন্তানদের জন্য সৎ আদর্শ হওয়া : কারণ তারা বাবা-মাকে অনুসরণ করে, তাদের মতো হতে চায় এবং যেভাবে গড়ে তোলা হয় সেভাবেই বড় হয়– ভালো হলে ভালো, খারাপ হলে খারাপ। তাদের চোখ সবচেয়ে বেশি বাবা-মাকেই দেখে, তাই তাদের অন্তরে বাবা-মার ছবি গেঁথে যায়। সুতরাং, আসুন আমরা নিশ্চিত করি যে সেই ছবি যেন সঠিক পথের, তাক্বওয়ার পোশাক পরিহিত হয়।

তারা যা শোনে তার চেয়ে যা দেখে তার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। কাজের দৃষ্টান্তমূলক প্রভাব কথার চেয়ে শক্তিশালী। আর যখন কথা ও কাজ একসাথে মিলে যায়, তখন তা অন্তরে যাদুর মতো কাজ করে, হৃদয়কে অনায়াসে টেনে নেয়। যেমন- বলা হয় :

وينشأ ناشيء الفتيان منا ... على ما كان عوده أبوه.

"আমাদের যুবকরা সে আদর্শের উপর বড় হয় যে আদর্শের উপর তার পিতা তাকে অভ্যস্ত করেছে।"

উলামা ও যুবক : আমাদের যুবসমাজের উপর এক ভয়াবহ বিপদ ঝুঁকে আছে। আর এই বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করতে এবং এর থেকে বাঁচার উপায় জানাতে হলে বিপদের ঘণ্টা বাজানো প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো– কে বাজাবে এই ঘণ্টা? উত্তর : উলামারা। তাদের উপরই রয়েছে এই দায়িত্ব, উদ্ধারের দায়িত্ব। যদি তারা না করেন, তাহলে আর কে করবে?

উলামারা হলেন সেই চিকিৎসক যারা রোগ নির্ণয় করেন, ওষুধের ডোজ দেন এবং রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করেন, যাতে সেখানে সুস্থতা ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। যে কোনো রোগকে অবহেলা করলে তা রোগীকে ধ্বংস করে দেয়। তাই উলামাদের জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই, যাতে তা তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে, তাদের বিবেককে সন্তুষ্ট করে এবং উম্মতের যুবকদের রক্ষা করে। নাহলে, তারা ইতিহাসের কাছে এবং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন, যিনি কিতাবধারীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন সত্য প্রকাশ করার এবং তা গোপন না করার :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...﴾

"আল্লাহ যখন কিতাবধারীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে, গোপন করবে না'...।"[২]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"যারা আমার নাযিল করা সুস্পষ্ট আয়াত ও হিদায়াত গোপন করে, তাদেরকে আল্লাহ লা'আনত করেন এবং লা'আনতকারীগণও তাদেরকে লা'আনত করে। তবে

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২১০১; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬২৮।*

[২] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৮৭।*

যারা তাওবাহ্ করে, সংশোধন করে এবং সত্য প্রকাশ করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

আল্লাহ তা'আলা শাইখ 'আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ কাদরিকে উত্তম প্রতিদান দিন, তিনি যুবকদের প্রতি আলেমদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন :

يا علماء الأمة ... شبابكم في ظلمة
قد حاد عن إسلامه ... وغاص في آثامه
وصار جل همته ... إشباعه لشهوته
وقاده الأعادي ... للكفر والإلحاد
حتى غدا مناصرا ... لمن يكفر جاهرا
ففقد الشخصية ... والنبل والحمية
وأنتم في غفلة ... يا علماء الأمة
ما بكم لم تنهضوا ... وكسلا لم ترفضوا
من غيركم للجيل ... يهديه للسبيل
أليس في القرآن ... والسنن الحسان
قد جاءنا وعيد ... مغلظ شديد
لكل ذي كتمان ... وتارك البيان
فانتهوا يا علماء ... لخطر قد دهما
وكل مالا يحسن ... فللشباب بينوا

হে উম্মাহর আলেমগণ!
তোমাদের যুবকরা অন্ধকারে ডুবে আছে;
তারা তাদের ইসলাম থেকে সরে গেছে,
নিজেদের পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছে।
তাদের অধিকাংশেরই চিন্তা-চেতনা এখন শুধু
নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণে সীমাবদ্ধ।
শত্রুরা তাদেরকে টেনে নিচ্ছে
কুফ্‌রী ও নাস্তিকতার দিকে।
এমনকি অবস্থা এমন হয়েছে যে,
সে প্রকাশ্যে কুফ্‌রী করে
আর আমাদের যুবকেরা তাদেরই সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে!
তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের চরিত্র, মর্যাদা ও আত্মসম্মান।
আর তোমরা– হে উম্মাহর আলেমগণ!
গাফিল অবস্থায় রয়েছো!
তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা উঠে দাঁড়াচ্ছো না?
অলসতা কেন দূর করছো না?
তোমরা ছাড়া আর কে এই প্রজন্মকে
সঠিক পথে পথপ্রদর্শন করবে?
কুরআন ও উত্তম সুন্নাহতে
কি আমাদের জন্য আসেনি
কঠোর সতর্কবাণী ও কঠিন হুঁশিয়ারি?
যে কেউ সত্য গোপন করে,
অথবা স্পষ্ট করে বলার দায়িত্ব এড়িয়ে চলে–
সে প্রত্যেককে লক্ষ্য করে এই সতর্কবার্তা।
অতএব হে আলেমগণ! থামুন এবং সতর্ক হোন–
কারণ বিপদ আমাদের দরজায় এসে গেছে!
আর যেসব বিষয় তারা বুঝতে পারে না,
সেগুলো যুবকদের সামনে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করুন।[২]

অতএব আলেমদের উচিত আল্লাহ তা'আলার আদেশের ওপর একত্র হওয়া, নিজেদের সারিকে মজবুতভাবে সংযুক্ত করা এবং জিহাদ ও সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়া।

তারা সুপরিকল্পিত কৌশল, সংগঠিত শক্তি এবং দুর্বলতা ও শিথিলতা-অজানা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাতিলের মোকাবেলায় নামবে– যাতে অর্জিত হয় কাম্য ইসলামী পরিবর্তন এবং সেই লক্ষ্য লাভ করা যায় যা পরিকল্পিত ও সম্মিলিতভাবে নির্ধারিত।

আর তা হলো– আল্লাহ তা'আলার আদেশকে বাস্তবে কার্যকর করা, জীবনের পথ হিসেবে অনুসরণ করা, আচরণে প্রয়োগ করা, আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যা এর হিফাযতে সজাগ থাকবে এবং মানবসমাজে তা প্রচারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে। এভাবে আমরা আমাদের যুবসমাজের জন্য একটি সুস্থ-শুভ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারব, যাতে তারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় ফল দিতে পারে।

এটাই আলেমদের দায়িত্ব– যা উপেক্ষা করা তাদের জন্য বৈধ নয় এবং এতে অবহেলা করাও অনুমোদিত নয়; বরং বর্তমান সময়ের প্রকৃত কর্তব্য হলো– এ কাজে মনোযোগী হওয়া, এ কাজে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো–
এমন দাঁড়িয়ে থাকা যার পর আর বসে পড়া নেই; এমন অগ্রযাত্রা যার পর থেমে যাওয়ার স্থান নেই।

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৫৯-১৬০।*

[২] *জাওহারতুল ইসলাম- ৪৪ পৃ.।*

السياسة–غيرسياسى / রাজনীতি-অপরাজনীতি :

হাদী হত্যা : একটি নক্ষত্রের পতন

মিরাজ বিন রাসেল*

নতুন বছর হারিয়ে যাওয়া হাদী, আবেগে ঢাকা পড়া বিচার!

নতুন বছর আসে নতুন আশা নিয়ে। ফুলের সাজে সাজানো শুভেচ্ছা, নতুনত্বের জোয়ারে ভেসে যায় সবাই। আমরা ভাবি– এবার নতুন কিছু শুরু করব, জীবনকে নতুন করে গড়ব, হাল ধরব অন্যভাবে। মনে মনে গড়ে তুলি কত পরিকল্পনা, কত স্বপ্নের জাল। কিন্তু বাস্তবতা প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হাজার ইচ্ছা থাকলেও কিছুই শুরু হয় না। দিন আসে, দিন যায়– শুধু সময় পার হয়ে যায়। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি সময়ের সন্ধিক্ষণে, কখনো মাটির এপার-ওপার তাকিয়ে, কখনো দূর আকাশের দিকে চেয়ে।

নতুন বছরে নিজেকে কিছু উপহার দেওয়ার কথা ছিল। কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও সেসব পরিকল্পনা অধরাই রয়ে যায়। অনেক কিছু আঞ্জাম দেওয়ার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু বাস্তবে তা রূপ পায় না।

আমাদের ভুলে যাওয়ার প্রবণতা এতটাই বেড়ে গেছে যে, হাতে কলম রেখে কলম খুঁজতে খুঁজতে মাথা ব্যথা হয়ে যায়– শেষে দেখি, কলমটা তো হাতেই ছিল! এই ভুলে যাওয়ার রোগ শুধু আমার নয়, আপনারও বটে। এটা আমাদের সবার।

এই রোগটা কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয় –এটা জাতির ভেতরেও গভীরভাবে ঢুকে গেছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে দ্রুত ভুলে যাই, নতুন কোনো আবেগের ঢেউয়ে ভেসে যাই।

আমি রাজনীতি করি না। রাজনীতি বুঝিও না খুব একটা। তবুও কিছু কথা না বললেই নয়।

১২ ডিসেম্বর ২০২৫– জুমু'আর নামাযের পর ঢাকার পল্টন এলাকায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মুখোশধারী হামলাকারীরা গুলি করে শরীফ ওসমান হাদীকে। তিনি ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের একজন প্রধান যুবনেতা। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারাত্মক আহত হন। এই ঘটনা কারো অজানা নয়।

১৫ ডিসেম্বর– উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়।

আর ১৮ ডিসেম্বর– সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে তিনি মারা যান।

আমি রাজনীতি বুঝি না একথা আমি আগেই বলেছি, কিন্তু এই ঘটনার ধারাবাহিকতা অস্বস্তি তৈরি করে। হাদীর মৃত্যুর পর দেশজুড়ে মানুষ এক হতে চেয়েছিল। অনেকে এক হয়েছিলেন, হাদী হত্যার বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁর জানাযায় লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেন, কবর জিয়ারত নিয়ে বাধা এসেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই দেশের আলোচনার মোড় ঘুরে যায় অন্যদিকে।

এর মাঝে সংবাদ আসে– ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫-এ আইপিএল নিলামে মুস্তাফিজুর রহমান কলকাতা নাইট রাইডার্সে দল পান, তাও রেকর্ড ৯.২০ কোটি রুপিতে। এ খবরে মিডিয়া উত্তাল হয়ে ওঠে। পুরো বাংলাদেশ আনন্দে ভেসে যায় –প্রবাসী থেকে গ্রামের মানুষ, সবাই খুশি।

কিন্তু এদিকে হাদীর বিচার কোথায়?

তিনি ধীরে ধীরে আলোচনার কেন্দ্র থেকে সরে যেতে থাকেন।

তারপর নতুন ঘটনা– ৩ জানুয়ারি-২০২৬-এ ভারত-উত্তেজনার মধ্যে মুস্তাফিজকে কে. কে. আর. থেকে বাদ দেওয়া হয়। এতে তুমুল ভারত-বিরোধী আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। ফেসবুক, মিডিয়া, যুবসমাজ –সবাই ফেটে পড়ে। বিশ্বকাপ ভারতে না খেলার দাবি ওঠে, আইসিসিকে মেইল, বড় খেলোয়াড়দের মন্তব্য– পুরো জাতি আবেগে ডুবে যায় এক মুস্তাফিজকে ঘিরে।

প্রশ্ন একটাই– এই আবেগ কোথায় ছিল হাদীর জন্য?

* *দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, আলাদীপুর, নঁওগা।*

দিন যত যায়, হাদী ততই হারিয়ে যায় মানুষের মন থেকে। জীবিত অবস্থায় তাঁকে অনেকে চিনতেন না। মৃত্যুর পর কিছুদিন চিনেছেন, ভালোবেসেছেন। তারপর আবার ভুলে যাচ্ছেন।

এর মধ্যে শুরু হয় জমজমাট বিপিএল। নায়িকা নিয়ে এসে উদ্বোধন, বিদেশি ধারাভাষ্যকার নিয়ে আসা হয় তাও আবার মহিলা। খেলোয়াড় থেকে স্টেডিয়াম, দর্শক –সবকিছু নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। খেলা, উৎসব, উল্লাস চলতে থাকে।

আর এদিকে চাঁদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হাদী হত্যার বিচার।

সে যেন নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের মন থেকে। শুধু মুস্তাফিজের আইপিএল ইস্যুতেই জাতীয় ভারত-বিরোধী জাগরণ তৈরি হয়, অথচ একজন মানুষ খুন হয়ে গেলেন– তাঁর বিচারের দাবি কোথায়? আমি বলছি না সবকিছু পরিকল্পিত। হয়তো সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। কিন্তু এটুকু সত্য যে ক্রিকেট আমাদের আবেগ জয় করে নিচ্ছে, আর সেই আবেগের আড়ালে গুরুত্বপূর্ণ বিচার চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমরা এক আবেগী জাতি। এই আবেগে হাসি, কাঁদি, ক্ষেপে যাই, কিন্তু মনে রাখি না দীর্ঘদিন। এটাই আমাদের স্বভাব। নতুন কোনো ঘটনা এলেই পুরোনোটাকে ভুলে যাই। ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভুলে যাওয়া আমাদের স্বভাব।

এই ভুলে যাওয়াই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি যা মনে করি।

আমি হাদী হতে চাই না, যদি হাদীর বিচার না হয়। হাদী হওয়ার শখ তখনই করব, যখন এই বাংলায় হাদী হত্যার বিচার হবে।

হয়তো আমি একটু বেশি নতুন নতুন বলে ফেলেছি। কিন্তু এর কারণ কি জানেন? উত্তরটা অবশ্যই না। নতুনে নতুন গড়ে, কিন্তু পুরোনোই ইতিহাস বলে। হয়তো একদিন এই লেখাটাও ভুলে যাবে সবাই, ঠিক হাদীর মতো। তবুও লেখা জরুরি মনে করি আমি। কারণ ভুলে যাওয়াই সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আমাদের এই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বদলাতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে মনে রাখতে হবে, বিচারের দাবি তুলতে হবে– যাতে নতুন বছর সত্যিই নতুন আশা নিয়ে আসে, কেবল আবেগের ঢেউ নয়; বরং বাস্তবতায় ফুটে উঠুক আমাদের নতুন প্রজন্মের উল্লাস।

তার সংক্ষেপ কথা হলো– হাদীকে হত্যা করা, এর মধ্যেই মুস্তাফিজ আইপিএলে চড়ামূল্যে দল পাওয়া, আবার এই মুস্তাফিজকেই আইপিএল থেকে বাদ দেয়া, আর এই আইপিএল থেকে মুস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার কারণেই পুরো বাংলাদেশ টিম বিশ্বকাপে খেলতে না যাওয়া, সবকিছুই কাকতালীয় হতে পারে। শেষমেষ কথা একটাই, আমি রাজনীতি বুঝি না।

"সাপ্তাহিক আরাফাতে বিজ্ঞাপন দিন, দা'ওয়াতী প্রকাশনায় অংশ নিন।"

–সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত।

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

- শেষ প্রচ্ছদ (রঙিন) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ১৫,০০০/-।
- দ্বিতীয় প্রচ্ছদ- (রঙিন) : অর্ধ পৃষ্ঠা- ৭,০০০/-।
- তৃতীয় প্রচ্ছদ- (রঙিন) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ১২,০০০/-, অর্ধ পৃষ্ঠা- ৮,০০০/-।
- ভেতরের পৃষ্ঠা (সাদা কালো) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ৮,০০০/-, অর্ধ পৃষ্ঠা- ৫,০০০/-।

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক প্রতিবেদন

বিগত ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ কোটচাঁদপুর উপজেলাধীন চারটি মসজিদ সফর করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাদ জুম'আহ মল্লিকপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে চারটি মসজিদ থেকে শাখা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, চৌরকোল ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. আসগর আলী প্রমুখ। সাপ্তাহিক আরাফাত-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, সাপ্তাহিক ও মাসিক বৈঠক নিয়মিত ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য মাসিক চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **"যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও তাওহীদী চেতনার অভাবই সমাজ ধ্বংসের মূল কারণ"** বিষয় শীর্ষক মল্লিকপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খাঁন। বাদ সলাতুল 'আসর সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জয়পুরহাট জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বান জয়পুরহাট জেলার ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১১ জানুয়ারী-২০২৬ কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট এম. এ হাই।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ ডক্টর মুহাম্মাদ মুজাফফর বিন মুহসিন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ডা. সুলতান আহমদ এবং বাংলাদেশ জমঈয়ত শুববানে আহলে হাদীস-এর সভাপতি আব্দুল্লাহেল হাদী।

এ কাউন্সিলে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন এডভোকেট এম এ হাই এবং সেক্রেটারি হন মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। শুববান সভাপতি জেলা শুববান কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

সভায় ডেলিগেটসহ স্থানীয় জমঈয়ত হিতাকাঙ্ক্ষীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাংগঠনিক প্রতিবেদন

কেন্দ্রের বাস্তবায়িত কর্মসূচী (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৫)

১১ অক্টোবর-২০২৫, নারায়ণগঞ্জ জেলা কাউন্সিল দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ফজলুল বারী খান (মিয়া সাবেহ)।

১২ অক্টোবর-২০২৫, নির্বাহী পরিষদের পরামর্শ সভা যাত্রাবাড়ির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ঢাকায় অবস্থানরত নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৪ অক্টোবর-২০২৫, রংপুর বিভাগীয় জমঈয়তের পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী প্রমুখ।

১৫ অক্টোবর-২০২৫, রাজশাহী বিভাগীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা আরিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন ও প্রফেসর ড. ইফতেখারুল আলম মাসউদ, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন প্রমুখ।

১৭ অক্টোবর-২০২৫, খুলনা বিভাগীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা বকচর আহলে হাদীস জামে মসজিদ, যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম ও তালীম-তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নূরুল আবসার।

১৮ অক্টোবর-২০২৫, নির্বাহী পরিষদের ১ম সভা কেন্দ্রীয় কার্যালয়-এ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় নির্বাহী পরিষদের ২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২৫ অক্টোবর-২০২৫, জমঈয়ত ক্যাম্পাস, বাইপাইল, ঢাকায় দায়িত্ব প্রদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

২৭ অক্টোবর-২০২৫, বেরাইদ ভুঁইয়াপাড়া জামে মসজিদ, ঢাকায় সুধী ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি শাইখ ড. আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম ও দফতর ব্যবস্থাপনা সেক্রেটারি চৌধুরী মমিনুল ইসলাম।

০১ নভেম্বর-২০২৫, উত্তরার জম জম কনভেনশন হলে ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের সুধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম-সহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

০৫ নভেম্বর-২০২৫, পশ্চিম যাত্রাবাড়ির একটি রেস্টুরেন্টে মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলামের উপস্থিতিতে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাকিস্তানের মেহমান আল্লামা ইবতেসাম ইলাহী যহীর বক্তব্য প্রদান করেন। উপস্থিতি ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

০৬ নভেম্বর-২০২৫, আল ইল্‌ম একাডেমি, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে শুব্বানের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

০৬ নভেম্বর-২০২৫, আল ইল্‌ম একাডেমি, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে জেলা দায়িত্বশীল বৈঠক (রাজশাহী পূর্ব ও পশ্চিম) অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

০৭ নভেম্বর-২০২৫, পাবনা জেলা ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন প্রমুখ।

০৮ নভেম্বর-২০২৫, মাদরাসাতুল হুদা, ঠাকুরগাঁওয়ে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী ও শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

০৯ নভেম্বর-২০২৫, কালিহাতী, টাঙ্গাইলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও ফাতাওয়া গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইবরাহীম আব্দুল হালীম মাদানী।

১২ নভেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশেষ সভা (ঐক্যবদ্ধ দাওয়াতি কার্যক্রম) অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫ নভেম্বর-২০২৫, সালদহ, চাঁদপুরে ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

১৬ নভেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তা'লীমী বোর্ড সংক্রান্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, জমঈয়ত উপদেষ্টা মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার অধ্যক্ষ শাইখ মোস্তফা বাহরুদ্দীন সালাফী, মাদরাসা দারুল হাদীস

সালাফিয়্যাহ নারায়ণগঞ্জের অধ্যক্ষ শাইখ মাসউদুল আলম উমরী প্রমুখ।

১৮ নভেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তা'লীমী বোর্ড সংক্রান্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, জমঈয়ত উপদেষ্টা মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার অধ্যক্ষ শাইখ মোস্তফা বাহরুদ্দীন সালাফী, মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ নারায়ণগঞ্জের অধ্যক্ষ শাইখ মাসউদুল আলম উমরী প্রমুখ।

২০ নভেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাপ্তাহিক আরাফাত লেখক ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, জনসংযোগ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান প্রমুখ। এতে লেখক ফোরামের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

২১ নভেম্বর-২০২৫, কামারখন্দ ফাজিল মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী ও সহ-সভাপতি শাইখ ড. আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম এবং ইয়াতিম ও দুস্থ মুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ রায়হান উদ্দিন।

২২ নভেম্বর-২০২৫, ৬৯তম ওয়ার্কিং (শূরা) কমিটির সভা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শূরা কমিটির ৬৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২৫ নভেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে টাঙ্গাইল জেলা কাউন্সিলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, উপদেষ্টা ড. শরীফুল ইসলাম রিপন ও ফাতাওয়া গবেষণা বিষয়ক শাইখ ড. মো. ইবরাহীম বিন মো. আব্দুল হালীম মাদানী।

২৯ নভেম্বর-২০২৫, টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে টাঙ্গাইল জেলা কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

০১ ডিসেম্বর-২০২৫, নওগাঁ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মৃত্যুবরণ করেন। নওগাঁ জেলা শহরে অনুষ্ঠিত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ডা. সুলতান আহমদ।

০৬ ডিসেম্বর-২০২৫, কেশবপুর, যশোরে যশোর জেলা শুব্বান কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি শাইখ ড. আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফ্ফর বিন মুসিন ও সহযোগী দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী।

০৭ ডিসেম্বর-২০২৫, মালিটোলা, বংশাল, ঢাকায় সাপ্তাহিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

১৩ ডিসেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তা'লীমী বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৫ ডিসেম্বর-২০২৫, রানীনগর, নওগাঁয় এলাকা জমঈয়তের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

১৭ ডিসেম্বর-২০২৫, ময়মনসিংহ জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মো. আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী।

১৯ ডিসেম্বর-২০২৫, বেরাইদ, ঢাকা মহানগর উত্তরের এলাকা জমঈয়তের সভা অনুষ্ঠিত হয। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

২০ ডিসেম্বর-২০২৫, কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহা. রাজিউল ইসলাম।

২২ ডিসেম্বর-২০২৫, ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাসে সৌদী রাষ্ট্রদূতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মাননীয় জমঈয়ত

সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

২৭ ডিসেম্বর-২০২৫, শেরপুর জেলা ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ ও সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মো. আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী।

৩১ ডিসেম্বর-২০২৫, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জে সাংগঠনিক সফর করেন।

দুআর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর জনসংযোগ ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি এবং ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক আরাফাতের নির্বাহী সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ গোলাম রহমান দীর্ঘদিন ধরে গলার সমস্যায় ভুগছেন, যার ফলে তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও পূর্ণ সুস্থতা কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তভাবে দু'আ করছি। পাশাপাশি সকল মুসলিম ভাই-বোনের নিকট তাঁর জন্য বিশেষ দু'আ করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে শিফায়ে কামিলা দান করেন এবং পুনরায় পূর্ণ সুস্থতার সাথে দ্বীনি ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের তাওফীক্ব দান করেন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ-এর সাবেক রেজিস্ট্রার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব হাবিবুর রহমান-এর ছোট ছেলে মুহাম্মদ আব্দুন নূর লিটন কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে **১৩** জানুয়ারি-২০২৬, মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন –আমীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা ও শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল মতিন খান **১৫** জানুয়ারি-২০২৫, বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন। –আল্লাহুমা আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

০৩. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. রমজান ভূঁইয়ার শ্বশুর দীর্ঘদিন অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসাধীন থেকে **১৮** জানুয়ারি-২০২৬, রবিবার রাত **১১** : ৩০ মিনিটে খুলনায় (বাগেরহাট, মোল্লাহাটের নিবাসী) ইন্তেকাল করেছেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন –আল্লাহুমা আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

الفتاوى-مسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জবাব জানতে চাই। কোনো বিধর্মীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে কি না? এবং বিধর্মীদের স্থাপনায় হামলা করা যাবে কি-না?***

আল-মুমিন, জয়পুর হাট।

জবাব : কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদে-স্থাপনায় হামলা করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ﴾

"এ কারণে আমি বানী ইসরা-ঈলকে লিখে দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেনো সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল, আর যে ব্যক্তি কোন মানুষের প্রাণ রক্ষা করল সে যেনো সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করল।" *(সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩২)*

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

"আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না।" *(সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩৩; সূরা আল-আন'আম : ১৫১)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا».

"মু'মিন যে পর্যন্ত অবৈধভাবে কাউকে হত্যা না করে, সে পর্যন্ত সে ইসলামের উদারতার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৬২)*

﴿مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا﴾

"যে ব্যক্তি মুআহিদ তথা চুক্তিবদ্ধভাবে মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না (জান্নাতে যাওয়া তো দূরে থাকো) অথচ চলিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৬৬)* এই বিধান যিম্মী, মুআহিদ এবং মুস্তামিন সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারীতে বলেন, মুআহিদ বলতে এমন কাফিরকে বুঝায় যার সাথে মুসলিমদের সাথে চুক্তি আছে। চাই জিযিয়া (অমুসলিমদের উপর ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে অর্পিত করো) প্রদানের মাধ্যমে হোক কিংবা সরকারের সাথে যুদ্ধ বিরতির চুক্তির মাধ্যমে হোক বা সাধারণ কোনো মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে হোক। যেকোনো ধরণের অনিষ্ট সাধন, অরাজকতা সৃষ্টি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

"এবং যখন সে ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২০৫)*

জিজ্ঞাসা (০২) : ***কোনো ব্যক্তির একাকি সলাত আদায়ের জন্য আযান ও ইক্বামাতের বিধান কি?***

আরিফ আহমেদ, মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : একক ব্যক্তির জন্য আযান ও ইক্বামাত সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। কেননা তার আশপাশে এমন লোক নেই যাদেরকে আযান দিয়ে ডাকা দরকার। যেহেতু আযানের মধ্যে মহান আল্লাহর যিক্র ও তাঁর সম্মানের কথা উল্লেখ আছে এবং নিজেকে সলাত ও মুক্তির দিকে আহ্বান করা হয়েছে, অনরূপভাবে একা সলাতে আযান ও ইকামাত উভয়টি সুন্নাত। আযান ও ইক্বামাত সুন্নাত হওয়ার দলিল হচ্ছে, 'উক্বাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : "انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

"তোমার পালনকর্তা আশ্চর্যান্বিত হন এমন ছাগলের রাখালের কাজে। যে পাহাড়ের চূঁড়া থেকে সলাতের জন্য আযান দেয়। আল্লাহ বলেন, 'আমার এই বান্দাকে দেখো! সলাতের জন্য সে আযান ইক্বামাত দিচ্ছে। সে আমাকে ভয় করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম ও জান্নাতে প্রবেশ করালাম'।" *(আহমাদ- হা. ১৬৬৭৪, ১৬৮০১; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১০১৭; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৬৬০)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***কোনো ব্যক্তির সন্তান মারা গেলে তার পক্ষ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে কি-না?***

ফায়সাল আহমেদ, গুলিস্তান, ঢাকা।

জবাব : নবজাতক সন্তানের পক্ষ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى».

"প্রতিটি শিশু তার 'আক্বিক্বার সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে জবাই করা হবে, তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে।" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৭৩৭; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২২)* তবে, সপ্তম দিনের পূর্বে শিশু মৃত্যু বরণ করলে তার পক্ষ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ করণীয় থাকে না। *(নায়লুল আওত্বার- ৩/২০৯)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আল-কুরআনে ও সহীহ সুন্নাহে হজ্জ ফর্‌য হওয়ার জন্য যে শর্ত বর্ণিত আছে, আমাদের সমাজের অনেকের উপর সে আলোকে হজ্জ ফর্‌য হয়ে যায়। কিন্তু তারা বিলম্ব করে। কেউ হজ্জ করে, আবার কেউ হজ্জ করার সুযোগ পায় না। এর আগেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে। আমার জিজ্ঞাসা– হজ্জ ফর্‌য হওয়ার পর এভাবে দেরি করা জায়িয হবে কি? জানাল উপকৃত হব।***

মো. আব্দুল কাফী, বাড্ডা, ঢাকা।

জবাব : হজ্জ ফর্‌য হওয়ার পর দেরি করা মোটেও উচিৎ নয়। কেননা, সে জানে না তার পরিণতি কি? কাজেই দ্রুত হজ্জ আদায় করা ঈমানী দায়িত্ব। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন : "তোমরা (ফর্‌য) হজ্জ দ্রুত আদায় করো। কেননা, তোমাদের কেউই জানে না তার সামনে কি উপস্থিত হয়।" *(আহমাদ; আত্-তারগীব- ১০৪৬)* মনে রাখতে হবে– হজ্জ ফর্‌য হওয়ার পর তা আদায় না করা কুফ্‌রী। *(সূরা আ-লি-'ইমরান : ৭৯)*

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমি এবার হজ্জে যেতে চেয়ে ছিলাম। আমার স্বামী আমাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করেছেন। তাই এবার না যেতে পেরে নিয়ত করেছি আল্লাহ বাঁচালে আগামী বছর নিজের ছেলেকে সাথে নিয়ে হজ্জ করব –ইন্ শা-আল্লাহ। উল্লেখ্য যে, আমার নিজের অর্থ দিয়ে আমি হজ্জ করব। এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি আবশ্যক কি-না? জানিয়ে বাধিত করবে।*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মিরপুর, ঢাকা।*

জবাব : হজ্জ মহান আল্লাহর নির্ধারিত ফর্‌য। আর ফর্‌য আদায়ে কারুর অনুমতির প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার নিজের সম্পত্তি দিয়ে হজ্জ করবেন এবং এ ক্ষেত্রে আপনার ছেলে সাথে থাকবে, নিঃসন্দেহে আপনার হজ্জ সহীহ হবে। আল্লাহ আপনাকে আগামীতে সহীহভাবে হজ্জ করার তাওফীক্ব দিন –আমীন। মনে রাখবেন– আল্লাহর হুকুমের মধ্যেই স্বামীর আনুগত্য ফর্‌য; নাফরমানীমূলক কাজে নয়। *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২০৯; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১০৯৫)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***সলাতে রুকূ' ও জলসায়ে ইসতেরাহাত অবস্থায় দৃষ্টি কোন দিকে থাকবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আব্দুল আলিম, টাঙ্গাইল।

জবাব : সলাতে রাসূল (ﷺ)-এর দৃষ্টি থাকত সিজদার স্থানে *(আল হাকিম; সহীহ ইরওয়া- ২/৭৩)* এবং তাঁর নির্দেশও অনুরূপ, অতএব রুকূ ও জালসায়ে ইস্তেরাহাত অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি থাকবে। তবে তাশাহুদের বৈঠকে রাসূল (ﷺ)-এর দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি থাকত। *(আহমাদ হাসান- ২/১১৯)* সে হিসেবে উক্ত বৈঠকে অনুরূপ দৃষ্টি রাখাও জায়িয হবে। –ওয়াল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***মহিলাদের ক্ষেত্রে জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ না ঈদের সলাতে?***

কামাল উদ্দিন, কুমিল্লা।

জবাব : মহিলাদের ক্ষেত্রে জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে ঈদের সলাতে উপস্থিত হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হওয়ার কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং নিরাপদ ও পর্দার সুব্যবস্থা থাকলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, অপরপক্ষে ঈদের সলাতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উম্মু 'আত্বীয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় মহিলাদের নিয়ে যাই। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৭১; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৯০)*

সুতরাং পুরুষদের দায়িত্ব ঈদগাহে নারীদের সলাতের ব্যবস্থা করা, আর নারীদের দায়িত্ব ঈদগাহে গিয়ে ঈদের সলাত আদায় করা। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***কোনো বাড়িতে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে বাড়ির অন্য সকলকে সাতদিন নিয়মিত গোসল করতে হবে। এ কথাটি কোন্ হাদীসে আছে জানিয়ে বাধিত করবেন?*** *গালমা, গুরুদাসপুর।*

জবাব : এ ধরনের কোনো কথা কুরআন ও সহীহ হাদীসে আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ ধরনের আরো অনেক কথা আমাদের সমাজে চালু আছে যা কুরআন বা হাদীসে নেই।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আনেক মাহফিলে কুরআনের আয়াত পাঠান্তে চিৎকার করে 'আল্লাহু আকবার' বলার জন্য আহ্বান করা হয়। আর জনগণ সমস্বরে তাকবীর দিয়ে থাকে। এক্ষণে এ ধরনের রীতি ইসলামে আছে কি? দলিলসহ জানতে চাই।*** *মো. আজমল হুসাইন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।*

জবাব : কুরআন তিলাওয়াতের পর তাকবীর-তাসবীহ বলা এবং 'আযাবের আয়াত আসলে দয়াময় মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, জান্নাত বা এ ধরনের সু-সংবাদ আসলে আশান্বিত হয়ে তা প্রত্যাশা করা রাসূল (ﷺ)-এর 'আমল দ্বারা প্রমাণিত। তবে আমাদের সমাজে প্রচলিত রিওয়াজ অনুযায়ী এরূপ আহ্বান বা চিৎকার কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এটি সূফীদের কালচারের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সম্মিলিত চিৎকার মিসর, পাকিস্তান ও ভারতের কিছু কিছু লোকের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর আমাদের সমাজের সরলমনা মুসলিম আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছেন, যা মোটেও উচিৎ নয়; বরং এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, যাতে কোনো 'ইবাদত স্রেফ আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয়।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***কাঁচা পিয়াজ খাওয়া কি হারাম? আমরা জানতে পেরেছি– কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদে যেতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আমাদের অনেকে এটিকে হারাম মনে করেন। আসলে বিষয়টি কি? দলিল দ্বারা জবাব জানতে চাই।*** *আব্দুল্লাহ আল-আমীন, কুষ্টিয়া।*

জবাব : কাঁচা পিয়াজ বা রসূন ইত্যাদিতে একটি কষ্টদায়ক গন্ধ রয়েছে, যাতে ফেরেশ্তামণ্ডলী ও মানুষেরা কষ্ট পায়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৫৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৫৬৪)* তাবে পিয়াজ-রসূন আগুন দ্বারা সিদ্ধ করে নিলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, আগুনে জ্বাল দিলে তার দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। ফলে তাতে উপস্থিত মুসল্লী ও ফেরেশ্তারা কষ্ট পায় না। রাসূল (ﷺ) রান্না করে এটার কাঁচা গন্ধ দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৬৭; সুনান আন্ নাসায়ী- ২/৪৩)* হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কাঁচা পিয়াজ-রসূন খেয়ে মসজিদে আসতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন; তিনি (ﷺ) এটিকে হারাম করেননি। কাজেই পিয়াজ ও রসূন খাওয়া হারাম নয়; বরং এ দু'টির যথেষ্ট উপকারিতা রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য শোক প্রকাশ বা পালন করা কতটা বৈধ? আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, কোনো মানুষ মারা গেলে ৩ দিন বা ৭ দিনের শোক ঘোষণা করা হয়। এরূপ করার কি কোনো ভিত্তি কুরআন-হাদীসে আছে? আশাকরি সঠিক জবাব পেয়ে উপকৃত হব।*** *মিজানুর রহমান, ফেনী।*

জবাব : শোক বা সমবেদনা জ্ঞাপন একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। ইসলাম এ কাজকে পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেছে। রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে তার মু'মিন ভাইয়ের মুসিবতে সমবেদনা জানাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সবুজ চাদর দিয়ে আবৃত করবেন এবং তদ্বারা সে কিয়ামতের দিন গৌরব প্রকাশ করবে।" *(আল-ইরওয়া- হা. ৭৬৪, আল-বানী হাসান)* তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দীন। এর সংস্কৃতির নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। তাই ইসলামী তরীকায় কেবল শোক জানাতে হবে; অন্য কোনো তরীকা বা পদ্ধতিতে নয়। আর ইসলাম মহান আল্লাহর ফায়সালাকে মেনে নিতে এবং স্বজন হারানোর বিনিময়ে সবর ইখতিয়ারের মাধ্যমে সাওয়াব লাভ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর বাইরে কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা শোক দিবস পালন কোনোটিই ইসলাম সমর্থন করে না; বরং এসব কাজকে বিদ'আত বলে জানে। আর বিদ'আতী 'আমল পরিত্যাজ্য। *(মুসলিম- ১৭১৮)* কোনো মুসলিম মারা গেলে একজন মুসলিম তার স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে এই বলে সমবেদনা জানাবে– "ধর্য ধারণ করুন এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছে সাওয়াব বা প্রতিদান কামনা করুন!" *(বুখারী- ১২২৪ ও মুসলিম- হা. ৯২৩)*

জিজ্ঞাসা (১২) : ***মরনোত্তর চক্ষুদান সম্পর্কিত শর'ঈ বিধান কী?*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : মরণোত্তর চক্ষু প্রদান বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ মনে হলেও বাস্তবে তা নাজায়িয। কেননা একজন মুসলিম তিনি যেমন তার জীবদ্দশায় সম্মানিত, অনুরূপ তিনি তার মৃত্যুর পরও সম্মানিত। বেশ কিছু সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা বা ভাঙা হলে তিনি ব্যথা পান। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন :

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

মৃত ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলা জীবিত ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলার ন্যায়। *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৪২১৮, মা. শা., হা. ২৪৭৩৯; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩২০৭, সহীহ)*

এমনকি উত্তরাধিকারী ব্যক্তিবর্গকেও মৃতব্যক্তির কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেয়া যাবে না। কেননা তারা শুধু তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির মালিক। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নয়।

শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কেউ যদি মরণোত্তর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদানে ওয়াসীয়াত করে যায়, সে অবস্থায় উক্ত ওয়াসীয়াত পূর্ণ করা যাবে কি না? উত্তরে তিনি বলেন, সঠিক মত হচ্ছে যে, উক্ত ওয়াসীয়াত পূরণ করা যাবে না। কেননা সে তার নিজস্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নয়। প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। *(মাজমূ ফাতাওয়া- ৩৬৫ পৃ. ১৩ খণ্ড)*

আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন, এ পথ উন্মুক্ত রাখলে অনেক পরিবার টাকা-পঁয়সার লোভে তাদের মৃত স্বজনদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেক সময় বিক্রি করে ফেলবে। অতএব তা নাজায়িয।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***কুরআন ও হাদীসে দৈনিক কয় ওয়াক্ত সলাতের কথা বর্ণিত হয়েছে? এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।*** *জামাল উদ্দীন, নাটোর।*

জবাব : পবিত্র কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বর্ণনা এসেছে তবে তা দু'ভাবে। **প্রথমতঃ** সরাসরি কুরআনের আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা ফর্‌য করে দেয়া হয়েছে।" *(সূরা আন্-নিসা : ১০৩)*

সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত বর্ণিত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো কোথায়? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও প্রভাতে। এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তারই। আর অপরাহ্নেও যোহরের সময়।" *(সূরা আর্-রূম : ১৭-১৮)*

فسجان الله حين تمسون দ্বারা মাগরিব ও 'ইশা এবং وَحِينَ تُصْبِحُونَ দ্বারা ফজর, وعشيا দ্বারা 'আসর এবং وحين تظهرون দ্বারা যোহর। সাহাবী ইবনু 'আব্বাস, প্রসিদ্ধ তাবেঈ যাহ্হাক ও সা'ঈদ বিন জুবাইরসহ অনেক মুফাস্‌সির এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। *(তাফসীর আযওয়াউল বায়ান- ৫/১১৭ পৃ.)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ﴾

"সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সলাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সলাত; ফজরের সলাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। আর রাত্রির কিছু অংশে সলাত কায়েম করবে।" *(সূরা ইস্‌রা : ৭৮-৭৯)*

এ আয়াতে لدلوك الشمس দ্বারা যোহর এবং إلى غسق الليل দ্বারা আসর ও মাগরিব এবং وقران الفجر দ্বারা ফজর আর ومن الليل দ্বারা 'ইশার ওয়াক্ত সাব্যস্ত হয়।

প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ বলেন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾

"এবং সলাত কায়েম করো দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে।" *(সূরা হূদ : ১১৪)*

এ আয়াতে طرفي النهار দ্বারা দিনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ- এক প্রান্তে ফজর এবং অপর প্রান্তে যোহর ও 'আসর, আর রাতের কিছু অংশে মাগরিব ও 'ইশার সলাত প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং তোমাদেরকে যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।" *(সূরা আল-হাশ্‌র : ৭)*

রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে হাদীসের মাঝে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর হাদীস তাঁর মনগড়া নয়; বরং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

"তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন কথা বলেন না; বরং ওয়াহীর আলোকে বলেন।" *(সূরা আন্-নাজ্‌ম : ৩-৪)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"জেনে রাখো আমাকে কুরআন এবং সাথে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে।" *(আহমাদ- ১৬৫৪৬, সহীহ)* এটাই হলো হাদীস। সুতরাং রাসূল (ﷺ) হতে প্রমাণিত সহীহ হাদীস উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই, উপেক্ষা করলে ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। –ওয়াল্লাহু আ'লাম!

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আমরা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুরুর পূর্বে "আ-উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজিম" পাঠ করে থাকি। জিজ্ঞাসা হলো– পবিত্র কুরআনের শুরুতে "আ-উযুবিল্লাহি... নেই, তবে কোন দলিলেরভিত্তিতে আমরা তা পাঠ করি? ধারাবাহিকভাবে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সূরার শুরুতে "বিস্‌মিল্লা-হ." পাঠ করা কি আবশ্যক?*** *সালেহা বেগম, পাটেরবাগ, দনিয়া, ঢাকা।*

জবাব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

"অতঃপর যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।" *(সূরা আন্-নাহ্‌ল : ৯৮)*

এ দলিলেরভিত্তিতে কুরআন তিলাওয়াত-এর পূর্বে "আউযুবিল্লাহি" পাঠ করতে হয়। ধারাবাহিক কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লা-হ রয়েছে তা অবশ্যই পাঠ করতে হবে। –ওয়াল্লাহু আলাম!

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***তাহাজ্জুদ সলাতের সময়সীমা এবং তা আদায়ের পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন, তাহাজ্জুদ সলাত***

একবার শুরু করলে, তা আর ছাড়া যায় না– এ ব্যাপারে দলিলভিত্তিক সমাধান চাই? আট রাক'আত তাহাজ্জুদ শেষে এক রাক'আত বিত্র পড়লে যথেষ্ট হবে কী?

আবুল হাসেম, নীলফামারী।

জবাব : তাহাজ্জুদ সলাতের সময়সীমা 'ইশার সলাতের পর হতে ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত। 'ইশার সলাত আদায়ের পর রাতের প্রথমে, মধ্যম বা শেষ অংশে, ফজরের পূর্বে যে কোনো সময় পড়া যেতে পারে। *(বুখারী- ১০৯০)* তবে উত্তম সময় হলো, রাতকে তিনভাগ করে দু'ভাগ অতিবাহিত হওয়া থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। কেননা এ সময়টি দু'আ কবূলের উত্তম সময়। *(বুখারী- ১১৪৫; মুসলিম- ৭৫৮)* সম্ভব অনুযায়ী সাত, নয় বা এগার রাক'আত সলাত আদায় করবে। *(বুখারী- ১১৩৯)* উত্তম পদ্ধতি হলো– দু' দু'রাক'আত করে শেষে তিন বা এক রাক'আত বিত্র পড়বে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : রাতের সলাত দু' দু'রাক'আত করে, এভাবে ফজর কাছে এসে গেলে এক রাক'আত বিত্র পড়ে নাও। *(বুখারী- ৯৯০; মুসলিম- ৭৪৯)* তাহাজ্জুদ একবার শুরু করলে তা আর ছাড়া যায় না, কথাটি এমন নয় কেননা তাহাজ্জুদ নফল 'ইবাদত। তবে তাহাজ্জুদ পড়লে নিয়মিত পড়া উচিত, কেননা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় 'আমল হলো "স্থায়ী 'আমল" যদিও তা কম হয়। *(বুখারী- ৬৪৬৪; মুসলিম- ৭৮৩)* সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : হে 'আব্দুল্লাহ তুমি অমুকের মতো হয়ো না যে তাহাজ্জুদ শুরু করেছে অতঃপর ছেড়ে দিয়েছে। *(বুখারী- হা. ১১৫২; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৯)* অতএব তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে উঠলে তা চালু রাখা উচিত। –ওয়াল্লাহু আ'লাম!

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***আমরা সাধারণতঃ ৪ তাকবীরে জানাযার সলাত আদায় করে থাকি। গত সপ্তাহে আমাদের এলাকায় একটি জানাযার সলাতে ভুলক্রমে ইমাম সাহেব ৩ তাকবীরে সলাত শেষ করে ফেলেন। এভাবে ৩ তাকবীরে জানাযার সলাত আদায় করলে সলাত সহীহ হবে কি? অথবা এ সলাতের হুকুম কি? সহীহ হাদীস দ্বারা এর সামাধান জানতে চাই।*** *সাঈদুর রহমান, ভোলা।*

জবাব : ৪ তাকবীরে জানাযার সলাত আদায় করার নিয়ত করে থাকলে এর কমে জানাযার সলাত সঠিক হবে না। একদা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ভুলক্রমে ৩ তাকবীরে জানাযার সলাত শেষ করেন। অতঃপর তাকে বলা হলো– হে আবূ হামযাহ্! আপনিতো ৩ তাকবীর দিয়েছেন। তখন তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সকলকে কাতার সোজা করতে বললেন। তাঁরা তা-ই করল। অতঃপর তিনি ৪র্থ তাকবীর দিলেন।" *(মুসান্নাফ ইবনু 'আব্দুর রায্যাক- ৬৪১৭। তবে এ হাদীসটির সনদ নিয়ে কিছুটা মন্তব্য আছে।)*

ইমাম ইবনু কুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতে নিয়তকৃত তাকবীর সংখ্যা হতে ভুলে কম করলে সেটি আদায় করতে হবে। তবে জানাযার সলাতের তাকবীরের কোনো সাহু সাজদাহ্ নেই। *(আল মুগনী- ইমাম ইবনু কুদামাহ, ৩/৪৫১)*

আর যদি ইমাম ইচ্ছা করে কোনো তাকবীর বাদ দিয়ে থাকেন, তাহলে এ সলাত বাত্বিল। আপনার জিজ্ঞাসা মতে যদি ইমাম সাহেব নিয়তকৃত তাকবীর হতে ১টি তাকবীর কম দিয়ে থাকেন এবং স্মরণ হওয়ার পরও ছুটে যাওয়া তাকবীরটি না দেন, তাহলে এ সলাত বাত্বিল বলে গণ্য হবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***ইদানিং দেখা যায়– কুরআন শিক্ষার নামে বিভিন্ন চমকপ্রদ পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। এগুলোকে কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা এক শব্দে কুরআন শিক্ষা-ইত্যাদি নামে প্রচার করছে। আমার প্রশ্ন– এ সব পদ্ধতি বা প্রচারণা কি সহীহ? না-কি এতেও প্রতারণা রয়েছে?***

আব্দুল মোমেন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

জবাব : এসব চমকপ্রদ প্রচারণার অন্তরালে দু'টি উদ্দেশ্যের কোনো একটি হতে পারে। **এক.** সহজ উপায়ে মানুষকে কুরআন পড়া শিক্ষা দেয়া। **দুই.** বাণিজ্যিক ফায়েদা হাসিল করা। আমরা সরল মনে প্রথম উদ্দেশ্যকে ধরে নেব। আর বলব, এগুলো পাঠদান প্রক্রিয়ারই অংশ মাত্র। এর মাধ্যমে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে পারলে তাতে কোনো দোষ নেই; বরং ভালো বলে মনে করব। আর কোনো আবিস্কারক শ্লোগান সর্বস্ব হয়ে থাকলে তার উচিৎ মহান আল্লাহকে ভয় করা। তিনিই সম্যক পরিজ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***সাম্প্রদায়িকতা কি? নিজ নিজ জাতি-ধর্মের পার্থক্য বজায় রাখা কি সাম্প্রদায়িকতার দাবির বিরোধী? অসাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া তুলে আমাদেরকে কি বিভ্রান্ত করা হচ্ছে না? বিষয়টি সংক্ষেপে হলেও বুঝিয়ে বললে আমরা উপকৃত হব।*** *মো. সোহেল রানা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

জবাব : সম্প্রদায় বা গোত্রভিত্তিক বিভাজনকে সাম্প্রদায়িকতা বলে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোত্রের পৃথক পৃথক সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধর্মীয় বিষয়টিতো আরো স্পষ্ট। প্রত্যেকের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলাই সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার দাবি এবং এর মাধ্যমে জাতিসত্বা সুরক্ষিত হবে। আর এটাই হচ্ছে সাধারণ অসাম্প্রদায়িকতা। ইসলাম এ নির্দেশনা দিয়েছে। *(সূরা আল-হুজরা-ত : ১৩)*

পক্ষান্তরে অসাম্প্রদায়িকতার নামে জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্যকে অস্বীকার করা নেহায়াত মূর্খতা বৈ আর কিছু না। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির দ্বন্দ মনস্তাত্ত্বিক। এটা কখনও সংঘাতময় হতে পারে না। শান্তিপ্রিয় মানুষের সাথে সংঘাত ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। *(সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ : ৮-৯)*

জিজ্ঞাসা (১৯) : ***মহিলারা যে নেইল পলিশ ব্যবহার করে তাতে ওযূ হবে কি? আমরা দেখতে পাই, অনেক মহিলা এ অবস্থায় ওযূ করে সলাত আদায় করেন। তাদেরকে বলা হলে তারা বলেন– এটিতো এক প্রকারের রং, তাতে অসুবিধা কি? বিষয়টি পরিষ্কার করলে এ সংক্রান্ত সন্দেহ দূর হয়ে যেত।*** *সাগর, কিশোরগঞ্জ।*

জবাব : নেইল পলিশ হাতের অগ্রভাবে পানি প্রবেশের পথে অন্তরায়। আর পানি প্রবেশ না করলে ওযূ হবে না। মহিলা সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)-রা 'ইশার পর এরূপ রং লাগাতেন এবং ফজরের পূর্বে তা উঠিয়ে ফেলে দিতেন। *(মুসান্নাফ- ইবনু আবি শাইবাহ, ১/১২০)*

মহিলা সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)-দের এ 'আমল ২টি বিষয় প্রমাণ করে। **এক.** নেইল পলিশ থাকলে ওযূ হবে না। **দুই.** নখে রং লাগানোর উদ্দেশ্য কেবল নিজ স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা। তাই তাঁরা 'ইশার পর লাগাতেন এবং ফজরের পূর্বে পরিষ্কার করে ফেলতেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের নেইল পলিশ বাহ্যিক শোভা বর্ধন, যা বেহায়াপনার নামান্তর। কাজেই নেইল পলিশ থাকা অবস্থায় ওযূ হবে না।

জিজ্ঞাসা (২০) : ***সাজদাহ্ অবস্থায় দু'হাতের কনুই মাটিতে রাখা যাবে না মর্মে কোনো সু-স্পষ্ট হাদীস আছে কি? থাকলে উল্লেখ করে বাধিত করবে।*** *আবুল কাশেম, বরিশাল।*

জবাব : সাজদাবস্থায় দুই কনুই মাটিতে বিছানো যাবে না মর্মে একাধিক সহীহ বর্ণনা রয়েছে। আপনার সুবিধার্থে কেবল একটি হাদীস উল্লেখ করলাম। মানতে চাইলে রাসূল (ﷺ)-এর ১টি সহীহ হাদীসই যথেষ্ট। রাসূল (ﷺ) বলেন :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

অর্থাৎ- তুমি যখন সাজদাহ্ করবে, তখন তোমার দু'হাত (মাটিতে) রাখবে এবং কনুইদ্বয় (মাটি হতে) উঁচু করে রাখবে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৪, ৪৯৪)*

জিজ্ঞাসা (২১) : ***পেশাব-পায়খানা হতে বের হয়ে রাসূল (ﷺ) কোন দু'আ পড়ে ছিলেন? আমাদের সমাজে প্রচলিত দু'আ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?***

ইলিয়াস হোসেন, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

জবাব : বায়তুল খালা বা পেশাব-পায়খানা হতে বের হয়ে রাসূল (ﷺ) বলতেন : "গুফরা-নাকা"। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৭; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩০০; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ৯০ এবং হাকিম- ১/১৫৮)*

আর সমাজে প্রচলিত দু'আ বলতে কোনো দু'আ বুঝায়েছেন, তা উল্লেখ করেননি। তবে উপরোক্ত দু'আটি ছাড়া অন্য দু'আ রাসূল (ﷺ) থেকে অকাট্য প্রমাণিত নয়।

জিজ্ঞাসা (২২) : ***"সিহাহ সিত্তাহ"র অর্থ কি? এবং এর দ্বারা কোন্ কোন্ হাদীসের কিতাবকে বুঝানো হয়?***

সাইমুম, খিলগাও, ঢাকা।

জবাব : «الصحاح الستة» "সিহাহ সিত্তাহ"। অর্থ- ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ। হাদীসের ছয়টি মৌলিক গ্রন্থ- সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ, জামি' আত্ তিরমিযী, সুনান আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজাহ্-কে একত্রে "সিহাহ সিত্তাহ" বলা হয়। কিন্তু এ নামকরণে আপত্তি পরিলক্ষিত হয়। কেননা এতে অনুমেয় হয় যে, ছয়টি গ্রন্থের সকল হাদীস বিশুদ্ধ। অথচ এটা বাস্তব যে, সুনান আবূ দাঊদ, জামি' আত্ তিরমিযী, সুনান আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজাহ্'তে অনেক য'ঈফ এমনকি মাওযূ' (জাল) হাদীসও বিদ্যমান।

সুতরাং বিশ্লেষকদের মতে উক্ত গ্রন্থগুলোকে একত্রে- «كتب الستة» "কুতুবে সিত্তাহ" তথা- "ছয়টি হাদীস গ্রন্থ" বলা হবে। শুধুমাত্র সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে "সহীহাঈন" (দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ) বলা হবে। অবশিষ্ট চারটিকে "সুনান্ আরবাআ" (চারটি সুনান গ্রন্থ) বলা হবে।

[বি. দ্র. সুনান বলা হয় ঐ গ্রন্থকে যাতে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসগুলোকে এক বিশেষ ফিক্হী বিন্যাসে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অর্থাৎ- প্রথমে পবিত্রতা অধ্যায়, অতঃপর সলাতের অধ্যায়, অতঃপর যাকাত... প্রভৃতি।]

"বিশ্লেষক" বলতে আমার উদ্দেশ্য– ইমাম ইবনু হাজার, ইমাম আয্ যাহাবী, শামসুদ্দীন আযীমাবাদী, 'উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখগণ। কেননা তারা তাদের কিতাবগুলোতে উপরোক্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র মুবারকপুরী মাঝে মাঝে "সিহাহ সিত্তাহ"-ও ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তুহফাতুল আহওয়াযী"র ভূমিকা খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন :

في ذكر الكتب الستة المعروفة بالصحاح الستة.

অর্থাৎ- (কুতুব সিত্তার আলোচনা যা সিহাহ সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ।) তাঁর বাচনভঙ্গিতে স্পষ্ট যে, মূলতঃ সেগুলো "কুতুব সিত্তাহ"। কিন্তু মানুষের মাঝে পরিচিত "সিহাহ সিত্তাহ" বলে। *(তুহফাতুল আহওয়াযী- ভূমিকা খণ্ড, ১৪৭ পৃ.)*

আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

জিজ্ঞাসা (২৩) : ***"মাওযূ' হাদীস" কাকে বলে? হুকুম, পরিণতি ও কারণ উদাহরণসহ জানতে চাই।***

আব্দুল মাজেদ, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : মাওযূ' হাদীসের সংজ্ঞা, মানুষ রাসূল (ﷺ)-এর নামে রচিত মিথ্যা হাদীসকে মাওযূ' বা জাল-বানোয়াট হাদীস বলে।

মাওযূ' হাদীসের হুকুম বা বিধান : মাওযূ' হাদীস তৈরি করা বা বর্ণনা করা হারাম। তবে হাদীসটি যে, মাওযূ'-বানোয়াট একথা প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা যাবে।

মাওযূ' হাদীস তৈরির পরিণতি : রাসূল (ﷺ) বলেন,

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। *(বুখারী- ১২৯১; মুসলিম- ৩/৩)*

মাওযূ' হাদীস তৈরির কারণ : প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন কঠোর হুশিয়ারীর পরও কেন এবং কারা মিথ্যা হাদীস রচনা করে? **উত্তর** হচ্ছে– কেউ সৎ উদ্দেশ্যে, কেউ বা অসৎ উদ্দেশ্যে এমনটি করেছে। নিম্নে সংক্ষেপে তার বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে–

১) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কতিপয় ব্যক্তি ফযীলাতপূর্ণ বা ভীতিপ্রদ এমন কিছু হাদীস তৈরি করে যাতে করে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এ শ্রেণীর মানুষ বুঝতে পারল না যে, দীন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের মিথ্যা হাদীসের প্রতি শরী'আত মুখাপেক্ষী নয়। মানুষকে তারা জান্নাতের পথ দেখিয়ে প্রকারন্তরে উপরোক্ত হাদীসের আলোকে তারা নিজেদের ঠিকানা জাহান্নামে করে নিলো। ইন্না লিল্লাহি...।

২) শাসক গোষ্ঠীর নৈকট্য লাভের আশায় এক শ্রেণীর লোভী ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে।

৩) অমুসলিম/নাস্তিক/মুনাফিক্বরা মুসলিমদের দীনকে নষ্ট এবং দীনের ব্যাপারে নানা সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিপরীতমূখী বা সাংঘর্ষিক অথবা অহেতুক কিছু মিথ্যা হাদীস বাজারজাত করে।

৪) রুজি-রোজগারের মাধ্যম বা পেশা হিসেবে যারা কিচ্ছা-কাহিনী বা ওয়াজ-নসিহত করে বেড়ায় তারাও মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে। কারণ নতুন হাদীস না বললে মানুষ একই কথা বারবার শুনবে না।

৫) নিজের সিদ্ধান্ত বা মতামত অথবা নিজের তরীকা ও মাযহাবকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে এক শ্রেণীর গোঁড়াপন্থি হীনমন্য মানুষ।

৬) প্রসিদ্ধি লাভের আশায় বিরল হাদীস রচনা করেছে এক শ্রেণীর রুগ্ন হৃদয় সম্পন্ন মানুষ।

উল্লেখ্য যে, তারা যে উদ্দেশ্যে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে তা সাময়িকভাবে সফল হলেও স্থায়ী হয়নি। কারণ আল্লাহ তাঁর দীনকে স্বচ্ছ ও কলুষমুক্ত রাখতে এমন কিছু বিজ্ঞ-মেধাবী এবং পারদর্শী-পণ্ডিত 'আলেম পাঠান যারা মাওযূ' হাদীস শ্রবণমাত্র বুঝে ফেলেন এবং তা কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করেন যেন সাধারণ জনগণ প্রতারিত না হয়। তারা রাসূল (ﷺ)-এর বাণীর মজা এমনভাবে আস্বাদন করেছেন যে, তাঁর অমিয় বাণী না হলেই টের পেয়ে যেতেন যেমন খাবারে লবন-ঝাল বেশি হলে আপনি টের পেয়ে যান।

মাওযূ' হাদীসের কিছু উদাহরণ :

১) «حب الوطن من الإيمان» "দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।" *(সিলসিলা য'ঈফাহ- ১/১১০, হা. ৩৬, আলবানী মাওযূ')*

২) «اطلبوا العلم ولو بالصين» "সুদূর চীন দেশে হলেও জ্ঞান অর্জন করো।" *(য'ঈফুল জামে'- হা. ৯০৬, আলবানী মাওযূ')*

৩) «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم» "জ্ঞানীর কলমের কালী শহীদের রক্তের চেয়ে দামী।" *(সিলসিলা য'ঈফাহ- ১০/২৫০, হা. ৪৭৪৮, আলবানী মাওযূ')*

আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

জিজ্ঞাসা (২৪) : ***আমি একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। কোনো দিন 'আসরের সময় আমাদের ক্লাস চলতে থাকে। ক্লাস শেষ হলে মাগরিবের আর আধা ঘন্ট বাকী থাকে। তখন আমি দ্রুত সলাত আদায় করি। আমার প্রশ্ন– এ সময় সলাত আদায় করলে আমার সলাত সহীহ হবে কি?***

আসমত আলী, শ্রিপুর।

জবাব : আসরের সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার পরই সলাত আদায় করাই উত্তম। এতে আপনি আউয়্যাল ওয়াক্তে সলাত আদায়ের ফযীলাত পেতেন। কিন্তু এ সময় আপনার ক্লাস থাকায় আপনি এ ফযীলাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে যে সময়ে আপনি ক্লাস থেকে বের হয়ে সলাত আদায় করেন, তাতে আপনার সলাত সহীহ হবে। *(মুসলিম 'শারহুন নববী'- ৫/১০৯)*

আমরা এক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব– তাঁরা যেন সলাতের সময়ের ব্যাপারে সজাগ থাকেন এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সলাত আদায়ের সুযোগ দেন।

জিজ্ঞাসা (২৫) : ***আমাদের মসজিদে বসে অনেককে গল্প করতে দেখা যায়। কেউ কেউ মসজিদের বারান্দায় বসে পরনিন্দা করে। এরূপ কাজ কতখানি বৈধ? আশাকরি দলিল-প্রমাণ দিয়ে উত্তর দেবেন, যাতে আমরা তাদের কাছে হাদীস দেখায়ে বুঝাতে পরি।*** *শহিদুল ইসলাম, ঢাকা।*

জবাব : মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। এটি স্রেফ তাঁর 'ইবাদতের জন্য নির্মিত। মসজিদে বসে গল্প করা হারাম ও খুবই নিন্দনীয় কাজ। *(সূরা আল-নূর : ৩৬; মুসনাদ আহমাদ- ২/৫০৩; সহীহ মুসলিম- ১/২৩৭)* আর গীবত বা পরনিন্দা বিলকুল হারাম। পরনিন্দাকারী জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩১)*

অতএব, যাদের মাঝে এধরনের খারাপ প্রবণতা আছে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং মসজিদকে পবিত্র রাখে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝটি দান করুন –আমীন। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি :

লাল মসজিদ –আব্দুল মোহাইমেন সাআদ

পাকিস্তানের পরিকল্পিত নগরী ইসলামাবাদের আধুনিক স্থাপনার ভেতর এক নীরব মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাল মসজিদ। মার্গলা পাহাড়ের ছায়া আর রাজধানীর ব্যস্ততার মাঝখানে এটি যেন এক শান্ত দ্বীপ-যেখানে প্রতিদিনের আযান, নামায আর মানুষের আসা-যাওয়া মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক চিরচেনা দৃশ্য। দূর থেকে দেখলে একে মনে হয় একটি সাধারণ 'ইবাদতখানা কিন্তু এর ইট-পাথরের গভীরে জমে আছে রাষ্ট্র, সমাজ ও সময়ের বহু আলো-আঁধারির স্মৃতি। রাজধানীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই মসজিদ শুধু ধর্মীয় অনুশীলনের স্থান নয় –এটি ইসলামাবাদের ইতিহাসে লেখা এক সংবেদনশীল, নীরব স্মারক যা অতীতের ভার বহন করে আজও স্থির হয়ে আছে।

মসজিদ রোডে অবস্থিত এই উপাসনালয়টি পাকিস্তানের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। ফয়সাল মসজিদ নির্মাণের আগে এটি ইসলামাবাদের সবচেয়ে বড় মসজিদ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। আবপারাহ ও মেলোডি মার্কেটের সন্নিকটে অবস্থান করার কারণে এটি সবসময়ই ছিল মানুষের যাতায়াতে মুখর। ষাটের দশকে রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরের সময় যে প্রথম দিকের মসজিদগুলো গড়ে ওঠে, লাল মসজিদ ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম।

এই মসজিদের প্রথম ইমাম ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। তাঁর সময়েই মসজিদটি একটি প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় এটি আফগানিস্তানে যুদ্ধরত মানুষের জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি পায়। মসজিদের সংলগ্ন মাদ্‌রাসাগুলোতে বহু শিক্ষার্থী বসবাস করত এবং এখান থেকেই বহু মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে সমাজে কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আব্দুল্লাহ হত্যার শিকার হলে তাঁর দুই পুত্র আব্দুল আজিজ ও আব্দুল রশিদ মসজিদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদটির কার্যক্রমে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে এবং কিছু কর্মকাণ্ড ঘিরে সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে মতভেদ তৈরি হয়। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সেই মতভেদ রূপ নেয় এক কঠিন সংকটে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই মসজিদকে ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনজীবনের স্বার্থে সরকারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

৩ জুলাই-২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সরকার লাল মসজিদ কমপ্লেক্স ঘিরে অবরোধ আরোপ করে। আলোচনার পথ খোলা রাখা হলেও পরিস্থিতির অবনতি হলে ১০ জুলাই ভোরে নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযানে বহু মানুষ হতাহত হয় এবং আব্দুল রশিদ গাজী নিহত হন। এই ঘটনা পাকিস্তানের জন্য এক বেদনাদায়ক অধ্যায় হলেও সরকার পরবর্তীতে আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদের আশপাশে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে, যা আবার প্রমাণ করে দেয় যে, উগ্রবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে সতর্ক ও দৃঢ় অবস্থানে থাকতে হয়। এসব ঘটনার পর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং আব্দুল আজিজ পুনরায় ইমাম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে মসজিদের ভেতরে একটি ছোট গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়, যা আজ শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের জন্য উপকারী একটি জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আজ লাল মসজিদ পূর্বের ন্যায় নিয়মিত 'ইবাদতের জায়গা। তবুও এর দেয়ালের ভেতর লুকিয়ে থাকা ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় –একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো একটি রাষ্ট্রের সংবেদনশীল সময়ের নীরব সাক্ষী হয়ে ওঠে। লাল মসজিদ তাই শুধু অতীতের গল্প নয়; এটি বর্তমানের জন্যও একটি গভীর সতর্ক-স্মরণিকা।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	১. কালেমা তাইয়্যেবা, ২. আহলে হাদীস পরিচিতি, ৩. নবুওয়াতে মুহাম্মাদী, ৪. সিয়ামে রমাযান, ৫. তারাবীহ, ৬. ঈদে কুরবান, ৭. তিন তালাক প্রসঙ্গ, ৮. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৯. মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
০২	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র জীবনী	ড. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
০৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
০৪	১. বুলূগুল মারাম, ২. কিতাবুল কাবায়ির	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান
০৫	নূরুল ঈমান	মূল : মাও. আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী
০৬	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন
০৭	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ
০৮	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়্যিব	শাইখ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল-আলবানী
০৯	অভিভাষন	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ফেব্রুয়ারি মাসের সলাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০৩
০২	০৫ : ২২	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৩
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১৩	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৪
০৪	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৭	০৭ : ০৪
০৫	০৫ : ২১	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৭	০৫ : ২০	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৬
০৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
০৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৫	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১০	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১১	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৯
১৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৯
১৪	০৫ : ১৬	০৬ : ৩২	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ১০
১৫	০৫ : ১৬	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৪	০৭ : ১০
১৬	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৪	০৭ : ১১
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩০	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৮	০৫ : ১৪	০৬ : ২৯	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
১৯	০৫ : ১৩	০৬ : ২৯	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২০	০৫ : ১৩	০৬ : ২৮	১২ : ১৩	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২১	০৫ : ১২	০৬ : ২৭	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২২	০৫ : ১১	০৬ : ২৬	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৩	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৪	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৫	০৫ : ০৯	০৬ : ২৪	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৩	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৫
২৭	০৫ : ০৭	০৬ : ২২	১২ : ১২	০৩ : ৩২	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
২৮	০৫: ০৭	০৬ : ২১	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০১	০৭ : ১৬

ক্র.	জেলা	সাহারীর পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(–) ০০ মি. ৪৮ সে.	(–) ০০ মি. ৩০ সে.
০৩	গাজীপুর	(–) ০০ মি. ০৬ সে.	(–) ০০ মি. ১৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
০৫	নরসিংদী	(–) ০১ মি. ১৮ সে.	(–) ০১ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(–) ০০ মি. ৩৬ সে.	(–) ০০ মি. ২৪ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(–) ০০ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(–) ০১ মি. ১৮ সে.	(–) ০২ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(–) ০০ মি. ৫৪ সে.	(–) ০২ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(–) ০৬ মি. ২৪ সে.	(–) ০৪ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(–) ০৭মি. ৫৪ সে.	(–) ০৬ মি. ২৪ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(–) ০৭ মি. ০০ সে.	(–) ০৬ মি. ১২ সে.
২১	বান্দরবন	(–) ০৮ মি. ০৬ সে.	(–) ০৬ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(–) ০৭ মি. ১৮ সে.	(–) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৩	নোয়াখালী	(–) ০৩ মি. ১৮ সে.	(–) ০২ মি. ১৮ সে.
২৪	ফেনী	(–) ০৪ মি. ৩০ সে.	(–) ০৩ মি. ৩৬ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(–) ০২ মি. ১৮ সে.	(–) ০১ মি. ১৮ সে.
২৬	কুমিল্লা	(–) ০৩ মি. ২৪ সে.	(–) ০৩ মি. ০০ সে.
২৭	চাঁদপুর	(–) ০১ মি. ৩০ সে.	(–) ০০ মি. ৫৪ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(–) ০২ মি. ৫৪ সে.	(–) ০৩ মি. ০৬ সে.
২৯	সিলেট	(–) ০৫ মি. ৩০ সে.	(–) ০৬ মি. ৪২ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(–) ০৩ মি. ২৪ সে.	(–) ০৪ মি. ৪৮ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(–) ০৫ মি. ১৮ সে.	(–) ০৬ মি. ০০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(–) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(–) ০৪ মি. ২৪ সে.
৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(–) ০০ মি. ২৪ সে.
৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
৪৮	ভোলা	(–) ০০ মি. ১৮ সে.	(–) ০১ মি. ৩৬ সে.
৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.
৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

২০০৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন হজ্জ ও ওমরা সেবায়
বিশ্বস্ত একটি নাম,আমরা আছি আপনার পাশে

২০২৬ সালের
হজ্জ
বুকিং চলছে

- সহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে হজ্জের সফরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- হজ্জ ফ্লাইট চালুর প্রথম ২/৩ দিনের মধ্যেই ফ্লাইট প্রদানের নিশ্চয়তা।
- সহীহ সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণ হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা।
- হজ্জ সফরে একাধিক অভিজ্ঞ আলেমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাসআলা প্রদান।

সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত হজ্জ ওমরা ও ট্রাভেলস এজেন্ট
হজ্জ লাইসেন্স নং: ১১৫৫
সত্বাধিকারী: মোঃ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী

ATAB

যেকোন প্রয়োজনে কল করুন
01713 495348

অফিস: সুইট ৩০৫/বি, ৪৮ এবি, পুরানা পল্টন
বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস
সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮
MEMBER
ATAB MEMBER

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬
www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত